কৃষিপ্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চিৎপেটু দম্ দম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বাগবাজার ১৪৩ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীউদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯। আশ্বিন।

মূল্য চারি।০ অনা।

বিজ্ঞাপন।

জগদীশ্বর প্রজাপতির কৃপায় অতি স্বল্পকাল মধ্যে কৃষি-প্রণালী দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার হইল। এ বারে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া সারগর্ভ বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশীত করিতে ত্রুটি করি নাই। স্থানে স্থানে বিদেশীয় কৃষিপ্রণালীর সুনিয়ম আদ্যোপান্ত যথাযথ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া অনেক মহাত্মা যে ভাবে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অতীব আনন্দজনক, তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার করিতে সাহসিক হইলাম। আমাদিগের প্রতি সদাত্মা গ্রাহকগণ যেরূপ দিন দিন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ভরসা করি, ইহার তৃতীয় খণ্ড অচিরেই প্রকাশিত হইবে। ইতি

হাতিয়াড়া।
আশ্বিন, সন ১২৯৯। } শ্রীভুবনচন্দ্র কর।

সূচীপত্র।

কৃষিপ্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গুরুদেব, পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া শিষ্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত?

গুরু। হাঁ বাপু! তোমাদিগের কল্যাণে এক রকম উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল। এক্ষণে তোমরা কুশলে আছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার শ্রীচরণপ্রসাদাৎ উপস্থিত আমাদের সমস্তই মঙ্গল।

গুরু। শ্রীমানের বিবাহতে কেন যাওয়া হয় নাই বাপু!

শিষ্য। সে অপরাধ আমার মার্জ্জনা করিবেন। আমি যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ, ঐ তারিখে আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীর শুভবিবাহের হটাৎ দিনস্থির হওয়ায়, তাঁহাদিগের কথা রক্ষার জন্য সেই স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সুতরাং আপনার শ্রীমানের বিবাহ উপলক্ষে যাইতে না পারায় বিনোদকে পাঠাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত?

গুরু। হাঁ বাপু! শ্রীমান্ বাবাজীর শুভ বিবাহে কোন রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, ৺ কৃপায় এক রকম মান্ সম্ভ্রম সকল দিকে বজায় আছে।

শিষ্য। তবে আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন, ও স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যা ও পূজায় ব্রতী হউন।

গুরু। আচ্ছা, পূজাদির আয়োজন করাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

এইরূপে গুরু শিষ্যে কথোপকথন হওয়ার পর, ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। গুরুদেব বলিলেন, বৎস! আমি যে সকল কৃষি বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এক রকম হইয়াছে, আপনি একবার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই কতদূর হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

গুরু। আচ্ছা, সময়ানুসারে দেখিয়া আসিব।

শিষ্য। তবে আপনি অন্যান্য ফসলের বিষয় যাহা বলিবেন, বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয় পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পূর্ব্বে যে সকল বিলাতি ফসলের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে আরও যেগুলি বাঁকী আছে, আপাততঃ তন্মধ্যে এই এক রকমের কথা বলিতেছি।

প্রথম অধ্যায়।

WHITE FLAT DUTCH TURNIP.

হোয়াইট ফ্ল্যাট টারনিপ।

(সাদা সালগম)

গুরু। ইহার বীজ আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমেরিকা বা ইংলণ্ডের বীজের মূল বড় এবং খাইতে নরম ও সুস্বাদু। কিন্তু বঙ্গদেশের বীজে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। মূল ছোট ছোট ও খাইতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং স্বাদও অনেকাংশে কম হয়। ইহার বীজবপন করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৪০ ভরি লাগে। পোলি এবং বালি অংশ মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হয়।

শিষ্য। দেব! হোয়াইট ফ্ল্যাট টারনিপের আবাদ যদি অন্য প্রকার মাটীতে করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। এমন কোন গুরুতর দোষ ঘটে না বটে, কিন্তু বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে সকল উদ্ভিজ্জের মূল বৃদ্ধিকর (অর্থাৎ প্রশস্ত) তাহা নরম মাটিতে সহজেই অনায়াসে বড় হয়। আর শক্ত মাটীর চাপেতে ততোধিক তেজ করিতে না পারার কারণ, মূলগুলি ছোট ছোট হয়।

আর ইহার চাষের ব্যবস্থা যে জমিতে করিতে হইবে, তাহাতে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে পচা গোময় সার বা ভেড়ির নাদি সার বিঘা প্রতি ২৫ মোণ ছড়াইয়া দিয়া একবার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! আপনি দুইটি সারের কথা উল্লেখ করিলেন, কিন্তু উহাতে কোন প্রকার, খইল সার দিবার আবশ্যক না হইবার কারণ কি?

গুরু। সালগমের ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করা কোন মতে সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করিলে সালগম একটু বড় অবস্থায় আকাশের জল বা সেঁচা জল পাইলে, উহাকে ভবিষ্যতে পচা ধরিয়া নষ্ট করিতে পারে, সেই জন্য সালগমের ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই পাঁচ মাস জমিতে প্রতি মাসে দুই পক্ষ দুই দিন দোয়ার অর্থাৎ চারিবার চাষ দিতে হয়। ইহারও ক্ষেত্রে ঠিক ঐ প্রণালীতে ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ চাস দিয়া জমি ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। পরে শ্রাবণ হইতে আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দিলে তাহাতে কি হানি হয়?

গুরু। বর্ষার সময় ক্ষেত্রে চাষ দিলে তাহা বিফল হয়, কারণ বর্ষার সময় জমি নিয়তই কর্দ্দম অবস্থায় থাকে। সুতরাং ঐ সময় ক্ষেত্রে চাষ দিলে ঘাষ জঙ্গলের মূলদেশ কর্দ্দমে জড়াই নিঃশেষিত হয় না; তজ্জন্য, পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক সময় মাটী ছাড়া অবস্থায় ক্ষেত্রে চাষ দিয়া রাখিতে হইবে—তাহাতে ঘাস জঙ্গলের মূলদেশ রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, সময় মত বাছিয়া মাটী পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত। পরে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস ঐ জমির চতুর্দ্দিকের আইলগুলির প্রতি

একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ কোন স্থানে আইল ভগ্ন থাকিলে সেই স্থান দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে পারে, এবং ঐ জলের সহিত ক্ষেত্রের সার সকল বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা।

আর এক কথা—বর্ষার তিন মাস (অর্থাৎ যে সময় লাঙ্গল বন্ধ থাকিবে, সেই সময় ঐ ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা হস্ত দ্বারা সময় সময় উৎপাটন করতঃ, জমি পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে কার্ত্তিক মাসের প্রথম ঐ ক্ষেত্রে একধার চাষ দিয়া, দেখিতে হইবে যে, জমির মাটীগুলি ঝর্ ঝরে হইল কি না, যদি রীতিমত ঝর্ ঝরে ও বীজ বপনের যো উহাতে না হওয়া দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক যো না হওয়া দিন পর্য্যন্ত বীজ বপন বন্ধ রাখিতে হইবে। যে দিবস ক্ষেত্রে বীজবপনের যো দৃষ্ট হইবে, ঐ দিবস পুনর্ব্বার ঐ ক্ষেত্রে পাতলা পাতলা একবার চাষ দিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষেত্র একদিকে ঢাল করিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ করিতে হইবে। তৎপরে মই কি কোদাল দ্বারা ক্ষেত্র ঠিক করিয়া দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাসেরজড় আছে কি না; যদি তাহা বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ দিন একপালা (অর্থাৎ একবার) বিদা দিয়া ঘাসের জড়গুলি একত্রিত করিয়া জমি হইতে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে প্রস্থে ২॥ হস্ত পরিমাণ ঢালের দিকে দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর এবং সিকি হস্ত উচ্চ আসপাশের মাটী কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া এক একটী আইল মত করিতে হইবে। পরে উভয় আইলের মধ্যস্থিত যে ২॥ হস্ত জমি থাকিবে, তাহার নাম "পুটী জমি"।

এইরূপে সমস্ত আইলগুলি বাঁধা হইলে, দেখিতে হইবে যে, মোট কতগুলি পটী হইল। যে কয়েকটী পটী হইবে, ঐ ৪০ ভরি বীজ ঐ কয়েকটী অংশ করিয়া এক একটি পটীতে সমভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি বপন করা হইলে, ঐ পটী জমি কোদাল দ্বারা উপর উপর কোপাইয়া পরক্ষণেই হস্ত বা কোন কাষ্ঠ দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। বীজগুলি বপন করিয়া পটী জমি না কোপাইলে তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। বীজগুলি বপন করিয়া ৫।৬ অঙ্গুলি মাটী গভীর করিয়া কোপাইলে, বীজগুলি অল্প মাটীর ভিতর যায়, সুতরাং তাহাতে ভবিষ্যতে সমধিক ফল পাইবার আশা থাকে।

শিষ্য। প্রভো! একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, যে কোন বীজ বপন করা হউক না কেন, তৎসমস্তই কি বেশী মাটীর ভিতর দেওয়ার আবশ্যক হয়?

গুরু। না পাপু! কোন কোন প্রকার বীজ বপন করিয়া ঐ রূপে মাটীর নীচে দিতে হয়। (অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিজ্জের মূলদেশ প্রশস্ত হইবে, তাহাদিগের বীজ ঐ প্রণালীতে বপন করা বিধেয়, সেই জন্য, মুলা, সালগম, বিট, গাজর, অ্যাসপারাগস্, ও লিক ইত্যাদির আবাদ করিতে হইলে, জমিতে গভির ভাবে লাঙ্গল দিতে হয়, এবং বীজও ঐ রূপে বপন করিতে হয়।

এইরূপে বীজ বপন করা হইলে, বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া, ৩।৫ দিন অন্তে চারা সকলের ২টি পাতা দৃষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে পাতা ফুটিয়া ৪টি পাতা দৃষ্ট হইলে, ঐ জমির ঘাসগুলি

নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যখন ঘাস নিড়াইতে হইবে, তখন পটী জমিতে না বসিয়া কথিত আইলের উপর বসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। পটী জমির উপর বসিয়া ঘাস নিড়াইলে তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। দোষ ঘটে বই কি! মনুষ্যের পায়ের চাপে মাটী বসিয়া যায়, এবং অসাবধানতা বশতঃ গাছের উপর পা পড়িলে চারা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। দেব! আর একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি, সালগমের বীজ পটী জমিতে না বুনিয়া হাপরে বুনিয়া চারা করিয়া সেই চারা ক্ষেত্রে বপন করিলে হয় কি না?

গুরু। না বাপু! তাহাতে ভাল হয় না, মূলগুলি ছোট হয়। একেবারে মূলার ন্যায় ভুঁইফোড় চারা হইলে, মূলগুলি প্রশস্ত হয়।

পরে, চারাগুলির ৮।১০পাতা দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ঐ জমির সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে। আর ঘাস নিড়াইবার সময় সমস্ত ক্ষেত্র নিড়ান দ্বারা খুসিয়া দিয়া পরে দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের যো নরম আছে কি টানিয়া খরখুত হইয়া যাইতেছে, এবং গাছ সকলের গোড়ায় গুটি ধরিবার উপক্রম হইতেছে কি না। যদি ঐ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, একবার জল সিঞ্চন করা নিতান্তই আবশ্যক। জল সিঞ্চনের ৫।৭ দিন পরে ঐ ক্ষেত্র সমস্ত নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া জমির যো বাঁধিয়া দেওয়া বিধি আছে। পরে, ঐ জমি খুঁচিয়া

যো বাঁধিয়া দেওয়া হইলে, দিন দিন সালগম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর মধ্যে মধ্যে গাছের পাকা বা পচা পাতা, গুলির প্রতি বিশেষ দৃটি রাখা উচিত, কারণ পাকা ও পচা পাতাগুলি হাতে হাতে ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত না করিলে সালগম মূলের পক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়া পড়ে।

শিষ্য। উহাতে কিরূপ হানি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ঐ পাকা পাতা পচিযা সালগমের গাত্রে সংলগ্ন হইলে, সমস্ত সালগম পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। আর এক কথা যে ক্ষেত্রে সালগমের আবাদ করিবে, তাহার আসপাশে নিকটবর্ত্তী যেন; কোন জাতি দেশী বা বিলাতী মূলার আবাদ না করা হয়।

শিষ্য। সালগম ক্ষেত্রের পার্শ্বে মূলার আবাদ করিলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাতে দোষ হয় এই যে, মুলাগাছে আপনা হইতে এক রকম পোকা জন্মিয়া থাকে। যদিও ঐ পোকা মূলাগাছে জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু মূলার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। ঐ পোকা সালগম ক্ষেত্রে আসিলে সালগমের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। সালগম ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, কারণ, সালগমের গুটিধরা সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। উহা কচি ও পাকার সমান আস্বাদন।

আর এক কথা,—ইহার আবাদ প্রণালী ২।৩ রকম আছে, তাহা অন্য সময়ে বলিব। এক্ষণে টারনিপ রুটেড রেডিসের কথা বলি শুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

TURNIP ROOTED RADISH.

টারনিপ রুটেড রেডিস।

(এণ্ডামূলা)

ইহার বীজ ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকাতে জন্মিয়া থাকে, আবাদ প্রণালী অতি সহজ, প্রায় বার মাস করিতে পারা যায়, এবং সকল রকম মাটীতেই ইহার আবাদ হয়। কেবল অতি কঠিন পাতুয়ে এঁটেল মাটীতে ভালরূপ জন্মে না। এক বিঘা জমিতে ১৫০ শত ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার আবাদ করিতে হইলে বৈশাখ মাসে জমি নির্ব্বাচন করিয়া একবার কি দুইবার চাষ দিয়া প্রতি বিঘায় পচা গোময় সার তিন গাড়ি ও ভেড়ির নাদি সার দিতে হইলে দুই গাড়ি দিতে হয়। ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়া দেওয়া হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাহার প্রথমে উহাতে ২।৩ বার চাষ দিয়া, ক্ষেত্রের সমস্ত ঘাস নষ্ট করিয়া রাখা উচিত। পরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে একবার কি দুইবার চাষ দিয়া বদ্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে জমিতে চাষ দিলে

কোন উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ সময় জমিতে যে সকল ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা হস্ত দ্বারা তুলিয়া বা নিড়ানের দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা আবশ্যক। আর এক কথাএই,—বর্ষার সময় জমির ভাঙ্গা আইল দিয়া জল বহির্গত না হইয়া যায়, কারণ ঐ জলের সহিত সার সকল ধৌত হইয়া যাইতে পারে. সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত।

তৎপরে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ঐ জমিতে একবার কি দুইবার বা তিনবার চাষ দিয়া এক দিকে ঢাল করিতে হইবে। এবং ঐ ঢালের দিকে লম্বা করিয়া ২ বা ২॥ হস্ত অন্তর অন্তর, অর্দ্ধহস্ত পরিসর এবং সিকি হস্ত উচ্চ এক একটী আইলের মত করিতে হইবে। সমস্ত আইল ঐ রূপে বাঁধা হইলে, উভয় আইলের মধ্যস্থিত যে পটী জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা একবার কোপাইয়া জমির অনিষ্টকর ঘাসের জড়, ইট, খোলা খাবরা যাহা কিছু থাকে, সেই সমস্ত উত্তমরূপে বাছিয়া পরিষ্কার করতঃ কথিত ১৫০ ভরি বীজ সমভাবে বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের পরক্ষণেই নিড়ান দ্বারা পটী জমি সমস্ত পাতলা পাতলা খুঁচিয়া দিতে হইবে এবং এক একটী পটী জমি যেমন খোঁচান শেষ হইবে, তৎক্ষণাৎ বাঁধা আইলের উপর বসিয়া হস্ত দ্বারা মাটীগুলি সমান করিয়া দিতে হইবে। জমির যো অর্থাৎ রস বিবেচনায় জমিতে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। জমির রস কিরূপে বুঝা যাইবে?

গুরু। জমির রস কতক নজরেও ধরা যাইতে পারে। নতুবা হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলেও ঠিক ধরা যায়।

শিষ্য। হস্ত দ্বারা কি রূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রের মাটী এক মুঠা হস্তে লইয়া বারম্বার মুঠা আঁটিয়া ও খুলিয়া দেখিতে হইবে যে, মাটীগুলি মুঠার ভিতর সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায় কি না, যদি ঐ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, সে দিবসও বীজ বপন বন্ধ রাখিতে হইবে। আর মুঠা খুলিলে ঐ মাটী যদি জমাট না বাঁধিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই সময়ে বীজ বপনের যো হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানা যাইবে। পরে ৩।৪দিন বাদে বীজসকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে, যখন চারা ৪।৫ পাতা দৃষ্ট হইবে, সেই সময় ক্ষেত্রের ঘাস সকল নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করা উচিত। বীজ বপনের দিন হইতে দুই পক্ষ গত হইলে ঐ এগুামূলা গুটি বাঁধিয়া খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে। সেইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি যে, এগুামূলার আবাদ করা অতি সহজ। পরন্তু এগুামূলার গুটি ধরিলেই ক্ষেত্রে একবার জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এগুামূলার আবাদে জল সিঞ্চন না করিলেও কি চলিতে পারে?

গুরু। হাঁ বাপু! এগুামূলার চাষে জল না দিলেও চলে; তবে জমির অবস্থানুসারে অর্থাৎ মাটী শুষ্ক বা নিরস বোধ হইলে, একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক।

শিষ্য। এগুামূলার আবাদে জলসিঞ্চন না করিলে. বিশেষ কোন হানি হয় না, কিন্তু জলসিঞ্চন করিলে কি হানি হয়?

গুরু। তাহার কোন নিশ্চয় নাই বাপু! তবে মাটী বিবেচনায় হানি হইতে পারে।

শিষ্য। তবে মাটীর বিষয়টি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। যদি বালি অংশ মাটীতে এণ্ডামূলার আবাদ করা যায়, তাহাতে জল সিঞ্চন করিলে, বিশেষ উপকার হয়. কারণ বালি মাটীতে জল অল্প সময় স্থায়ী হয়, অপর মাটীর জল অধিক সময় স্থায়ী হইয়া মূলগুলিকে প্রশস্ত করিয়া তোলে, সে কারণ মূ: লর অন্তর্দ্দেশে ফাঁপ ধরিয়া নিরস হয়, সুতরাং মূলার তীক্ষ্ণতা গুণটুকু সহজেই দূরীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্য এণ্ডামূলার আবাদে বিশেষ জলের আবশ্যক না হইলে, জল সিঞ্চন করা বিধেয় নহে।

এইরূপে আবাদ করিলে, দেড় মাসের মধ্যে এণ্ডামূলা খাদ্যোপযোগী হয়। এক বিঘা জমি চাষ করিলে. খরচা বাদে ·০০ শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! এণ্ডামূল কি অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। তাহার কোন নিরূপণ নাই, কারণ, কচি ও পুরুষ্ট উভয়ই ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইহার আবাদ প্রণালী অন্য প্রকার যাহা আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিব। এক্ষণে লাল কফির কথা বলি, শুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

RED DUTCH CABBAGE.

রেড ডচ্ ক্যাবেজ।

(লাল বাঁধা কফি)

গুরু। ইহার বীজ এ প্রদেশে জন্মে না। ইহার চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৬ভরি বীজ ব্যবহার হইয়া থাকে। দো-আঁশ-ও পলি মাটীতে লাল কফির আবাদ ভাল হয়, এবং চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি সরিষা, তিসি ও তিলের খইল ১২ মোণ এবং রেড়ির খইল হইলে ১০ মোণ ব্যবহার করিতে হয়।

শিষ্য। রেড়ির খইল ব্যবহার করিবার নিয়ম উহা অপেক্ষা কম হইল কেন?

গুরু। অন্যান্য খইল অপেক্ষা রেড়ির খইলের তীক্ষ্ণতা গুণ অনেকাংশে বেশী, সুতরাং উহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

শিষ্য। যদি অন্যান্য খইল অপেক্ষা রেড়ির খইল তেজস্কর হইল, তবে যে কোন ফসলেই হউক না কেন, ব্যবহার করা যাইতে ত পারে!

গুরু। না বাপু! সে উদ্দেশ্য করিয়া বলি নাই। বস্তুতঃ রেড়ির খইল যে, সার শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতম সার, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের বেশ অনুসন্ধিৎসু এবং স্বয়ং ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া রেড়ির খইল ক্ষেত্রে কি কোন উদ্ভিজ্জাদিতে ব্যবহার করাইয়াছেন, তাঁহারাই

ইহার মর্ম্ম ভাল রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, নতুবা তুমি যে উদ্দেশ্য করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছ সাধারণের তাহাই সংস্কার। তজ্জন্য তোমার ভ্রম ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বলিতেছি যে, সকল উদ্ভিজ্জের পক্ষে রেড়ির খইল ব্যবহার করা সঙ্গত নহে, কারণ, রেড়ির খইল স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা গুণ বশতঃ হটাৎ তেজ করিয়া ছোট ছোট উদ্ভিজ্জ গুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব রেড়ির খইল যখন যে ফসলে ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সময় একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

ফল কথা এই যে,—যেসকল কচি উদ্ভিজ্জ অল্পদিন স্থায়ী হয়, তাহাদিগের পক্ষে রেড়ির খইল তত উপকারী নহে। বলা বাহুল্য, অল্পবয়স্ক চারাগুলি রেড়ির খইলের তেজে মরিয়া যায়।

শিষ্য। তবে বেশী দিন স্থায়ী অথবা যে সকল গাছ অপেক্ষাকৃত বড় তাহাদেরই পক্ষে কি রেড়ির খইল উপকারী হয়?

গুরু। হাঁ বাপু!

শিষ্য। তবে লালকফি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় যাহা অবগত আছেন, তাহা বলুন।

গুরু। লাল কফির চাষকরিতে হইলে, জমির সময়মত চাষ দেওয়া, চাল মানান, ডাঁড়াবাধা, খইল পোতা, চারা প্রস্তুতের জন্য হাপর তৈয়ারী করা, বীজ বপন, এবং চারা প্রতিপালন, জমি ঠিক করা, চারা উত্তোলন ও রোপণ, তাহাতে জিউনি জল দেওয়া, চারার গোড়া পাইট, জলসিঞ্চন, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় উল্টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া, ২য় বার ছোপ খইল দেওয়া

জমির কারিকিত ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ড্রমহেড কফির চাষের ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু বাঁধাকফি কি অপর অপর কফির আবাদ এবং জমির কারিকিত করিবার সময় (অর্থাৎ নিয়মিত দিনের কিছু অগ্রপশ্চাৎ হইলে) যেমন বিশেষ হানি হইয়া পড়ে, ইহাতে তদ্রূপ দেখা যায় না, এতদ্ব্যতীত ইহার আরও একটী প্রধান গুন দেখা যায় যে, অন্যান্য কফি অপেক্ষা কিছু বেশী দিন স্থায়ী হয়, এবং কফি সকল নিঃশেষিত হওয়ার পর ইহাকে অতিরিক্ত দুই এক মাস রাখিলেও আস্বাদনের তফাৎ কি অন্য কোনরূপ হানি হয় না।

শিষ্য। মহাশয়! তবে ইহার চাষ অন্য সময়ে করিলেও ত ভাল হয়!

গুরু। বারমেসে কফি ভিন্ন অপর কোন কফির চাষ হেমন্ত ও শীত ঋতু ব্যতীত হয় না, কারণ, ঐ সময় অজস্র শিশির পড়ে বলিয়া কফির পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়। অন্যান্য সময় চারা প্রস্তুত হইয়া কোন প্রকারে বড় হইলেও তাল বাঁধিয়া খাদ্যোপযোগী হয় না। সুতরাং এ দেশের হৈমন্তিক ফসলের সহিত কফিসমূহকে তুলনা করিলেও করা যাইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! এই কফির চারা আষাঢ় মাসে না করিয়া যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে কিম্বা শ্রাবণ মাসে করা যায়, তাহা কি হইতে পারে না?

গুরু। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধীয় কথা কোন সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা তুমি বিস্মরণ হইয়াছ। সকল বৎসরের কথা বলা যায় না, কারণ, বৎসরের মধ্যে ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সুতরাং যেঋতুতে যেফসল ভালরূপে উৎপন্ন হইবে,

তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হয়। কোন কোন বৎসর একপ দেখা যায় যে বর্ষা কিছু জ্যাঠ অর্থাৎ অগ্রে আরম্ভ হইয়া শেষে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে, আর কোন কোন বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাকে, সুতরাং বর্ষা তিরোহিত না হইলে হেমন্তের আগমন হইতে পারে না, সেই জন্য বর্ষার তিন মাসের মধ্যে চারা প্রস্তুত করিয়া হেমন্তের প্রারম্ভে জমিতে রোপণ করিতে হইবে তাহা হইলে রীতিমত কার্য্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। তবে যে মাসে যে যে ফসল করিতে হইবে, আপনি যে, বার মাসের তালিকায় অবধারিত করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত না কি ?

গুরু। বার মাসের তালিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে. তদ্বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়া সময় স্থির করা হইয়াছে।

আর এক কথা,—লাল কফি ইংরাজেরা বড় পসন্দ করে, বস্তুতঃ দেখিতে বেশ সুন্দর এবং উহাতে "জেলি" তৈয়ারী হয়। আর গ্রীষ্ম পড়িলে অন্যান্য বাঁধাকফিতে যেমন অন্য রূপ গন্ধ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইহাতে দেখা যায় না। ইহার অন্য রকম আবাদ সময়ানুসারে বলিব।

শিষ্য। দেব! আপনি যে সকল বিলাতি ফসলের বিষয় বর্ণনা করিলেন, তৎসমস্ত শ্রুত হওয়াতে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যে বিষয় যত প্রীতিকর ততই তাহা বাঞ্ছনীয়। অতএব অন্য রকম বিলাতি ফসলের বিষয় যাহা অবগত আছেন তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। তবে আর একরকম বিলাতী "ক্যাবেজ লেটিইউসের" কথা বলি শুন।

শিষ্য। "ক্যাবেজ লেটিইউস" কি প্রকার?

গুরু। উহা এক প্রকার শাকের মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু দেখিতে ঠিক কফির ন্যায়।

শিষ্য। উহার আবাদ কি রূপে করিতে হয় প্রভো!

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

CABBAGE LATTUCE.

ক্যাবেজ লেটীইউস।

(কফির ন্যায় ছালাদ)

গুরু। এই ছালাদের বীজ সকল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্থান বিশেষে ফসলের রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চাষ করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ৪ ভরি বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু জমি বিবেচনায় ৬।৭ ভরি লাগিবার সম্ভাবনা। ছালাদসম্বন্ধে চাষের ব্যবস্থা করিতে হইলে, বালিঅংশ দো-আঁশ এবং "বারমেসে জমিতে" করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। "বারমেসে জমি" কিরূপ ও কাহাকে বলে, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া বলুন?

গুরু। যে জমিতে বৎসরাবধি কোন ফসল তৈয়ারী না করিয়া প্রতিমাসে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া জমির ঘাস মারিয়া পরিষ্কার রাখা হয়, উহাকে সাধারণতঃ "বারমেসে জমি" বলিয়া উল্লেখ হয়। চাষের জন্য জমি নির্ব্বাচন হইলে, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি চার গাড়ি অর্থাৎ ৪০ মোণ পচা গোময় বা ভেড়ির নাদী সার ৩০ মোণ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া লাঙ্গল দিতে হইবে, আর খইল সার দিতে হইলে অষাঢ় মাসে সরিষা বা তিসির খইল ১২ মোণ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ২।৩।৪ বার রীতিমত লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া পাতলা পাতলা একবার "এককেড়ে" মই দিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত।

শিষ্য। পাতলা পাতলা "এককেড়ে" মই দেওয়া কিরূপ? তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। জমিতে মই দিবার দুই প্রকার নিয়ম আছে,—এক প্রকার নিয়ম,—বীজবপনের পর যে মই দিতে হয়, সেই মইয়ের উপর দুই জন লোক উঠিয়া মই দিতে হইবে। এবং ঐ মই একবার দিয়া পুনর্ব্বার পাল্টা করিয়া দিলে তাহাতে মাটী ভালরূপ চাপিয়া বসে। ঐ রূপ মই দেওয়াকে সাধারণে দো-কেড়ে মই দেওয়া বলে। আর যে জমিতে বীজ বপন করা হয় নাই, কেবল জমির যো মাত্র ঢাকা দিবার জন্য যদি মই দেওয়ার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, অপেক্ষাকৃত ছোট একখানি মই লইয়া, তাহার উপর এক জন লোক উঠিয়া একবার ঘোরাইয়া ফেরাইয়া ছাড়িয়া দিলে উহাকে সাধারণে "এককেড়ে" মই দেওয়া বলে। ঐ জমিতে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস

চাষ দেওয়ার আবশ্যক না হওয়াতে, ঘাস জঙ্গল যদি তাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে একবার নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হইবে। পরে কফির বীজ বপনের জন্য যে, '১ম হাপর তৈয়ারী করা হইয়াছিল, তাহা অনর্থক পড়িয়া আছে, এ কথা আমি (পূর্ব্বেও বলিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণেও বলি তেছি) উক্ত হাপরটি কার্ত্তিক মাসের প্রথম আচ্ছাদিত করিয়া স্থানটি কোদালদ্বারা উপর উপর (অর্থাৎ ৫।৬ অঙ্গুলি গভীরতায়) একবার কোপাইয়া মাটীগুলি পূর্ব্বের ন্যায় হস্তদ্বারা গুড়া করিয়া বেশ সমান ভাবে চারাইয়া দিতে হইবে। পরে, উহাতে কথিত ঃ ভরি বীজ বপন করতঃ হস্তদ্বারা উত্তমরূপে মাটীগুলি চাপিয়া তদোপরে সামান্য গুড়া মাটী ছড়াইয়া বীজগুলিকে ঢাকা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। অপর অপর কফি প্রভৃতির বীজ বপনের সময় মাটী চাপিয়া দেওয়ার কথা কিছু ত উল্লেখ করেন নাই, এই ছালাদের বীজ বপনের সময় মাটী চাপিয়া দিতে হইবে কেন ?

গুরু। কেবল ছালাদের বীজ বপনের সময় কেন, যে সকল বীজ ছালাদের ন্যায় হাল্কা তৎসমস্তই বীজের উপর ঐ নিয়ম বর্ত্তিতে পারে, কারণ হাল্কা বীজ সকল হটাৎ মাটীর সহিত লিপ্ত হয় না, তাহাতে আবার জলসিঞ্চন করিলে বীজগুলি সমস্ত সহসা স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে, সুতরাং সরিয়া যাইলে বীজ গুলি অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। তাই বলিতেছি যে, এই কথাটি স্মরণ রাখিও, (হাল্কা বীজগুলি বপন করিয়া হস্ত বা পদ দ্বারা হাপরের মাটীগুলি যেন চাপিয়া দেওয়া হয়)।

শিষ্য। প্রভো! যেরূপে ইহার চারা তৈয়ারী করিতে হইবে, তদ্বিষয় কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু ঐ প্রণালীমত বীজ বপন না করিয়া, একেবারে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া আবাদ করিতে হইলে, কিরূপ নিয়মে করা উচিত?

গুরু। ছালাদের চাষ করিবার ২।৩ রকম প্রণালী আছে। তাহা সময়ানুসারে বিশেষ করিয়া বলিব। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহাতে হটাৎ কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, তাহাই বলিতেছি।

প্রথমতঃ হাপরে বীজ বপন না করিয়া একেবারে ক্ষেত্রে বপন করিলেও, ছালাদের চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে ২।৩ প্রকার দোষ ঘটে।

শিষ্য। কি কি দোষ প্রভো!

গুরু। একটি দোষ এই যে, বীজ বেশী পরিমাণে এমন কি চতুর্গুণ বপন করিতে হয়। আর এক দোষ এই যে, পীপিলিকা ইহার একটি প্রধান শত্রু, উহারা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া বীজসমস্ত খাইয়া ফেলে, তাহার প্রতিকার করা ক্ষেত্রে তত সুবিধা হয় না; হাপরে পীপিলিকা ধরিলে অল্প স্থান বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। তজ্জন্য হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

যে দিবস ছালাদের বীজ বপন করিতে হইবে, সেই দিবস হাপরক্ষেত্রে জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। পর দিবস অপরাহ্নে সামান্য জল দিতে হইবে। ছালাদের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২।৩ দিবস লাগিবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! আপনি বলিলেন যে, হাপরে পীপিলিকা ধরিলে তাহার প্রতীকার করা যায়, তাহা কি রূপে করিতে হইবে?

গুরু। চারা অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত এমন সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে যে, হাপরক্ষেত্রে পীপিলিকা প্রবেশ না করে, যদি তাহাটি দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ হাপরের চতুর্দ্দিকে কোনরূপ কাঠের ছাই গুড়া করিয়া সরু অর্থাৎ ২।৩ অঙ্গুলি পরিসর এবং উচ্চ আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে, তাহাতেও যদি নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে একটি ঝুনা নারিকেল ভাঙ্গিয়া ২।৩।৪ খানি করতঃ হাপরক্ষেত্রে স্থান বিবেচনায় রাখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে, নারিকেলের ঘ্রাণ পাইয়া পীপিলিকাগুলি দ্রুত গতিতে আসিয়া নারিকেলে প্রবৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত পীপিলিকা আসিয়া নারিকেলে প্রবৃষ্ট হইবে, সেই সময় মালসা বা হাঁড়িতে আগুন করিয়া ঐ আগুনের উপর ঐ নারিকেল নিক্ষেপ করতঃ পীপিলিকাগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ২।৩ ঘণ্টা করিলে সমস্ত পীপিলিকা নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই ত বাপু পীপিলিকা নিবারণের উপায় ও কৌশল। এক্ষণে বীজসম্বন্ধীয় আর কিছু বলি শুন, হাপরক্ষেত্রে যে সমস্ত বীজ বপন করিতে হইবে, এমন ভাবে পাতলা করিয়া বপন করিতে হইবে যে, যেন দীর্ঘে প্রস্থে দুই অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক একটি বীজ পড়ে।

শিষ্য। অপর কফি অপেক্ষা ইহার বীজ পাতলা বপন করিবার কারণ কি?

গুরু। অপর বীজ সম হাপরে অঙ্কুরিত হইয়া চারা

প্রসব করিলে ২য় হাপরে পাতলা ভাবে যেমন নাড়িয়া বসাইতে হয়, সে রূপ ইহার চারাকে আর নাড়িয়া বসাইতে হয় না। বস্তুতঃ ছালাদের বীজ বপন কালে পাতলাভাবে বপন করিলে, সহজে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিষ্য। অপর কফির বীজের ন্যায় ইহার বীজ ঘন ভাবে বপন করিয়া, তাহাতে চারা বাহির হইলে, সেই চারা যদি দ্বিতীয় বার হাপরে রোপণ করা যায় তাহাতে কি কোন অনিষ্ট হয়?

গুরু। চারাগুলিকে নাড়িয়া অন্য স্থানে বসাইলে কোন হানি হয় না বটে, কিন্তু কফির চারা যেমন বীজ হইতে বাহির হইয়া স্বল্প সময় মধ্যে ১ বা ১॥ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা হওয়ায় উহাকে হস্তে ধরিয়া স্থানান্তরিত করা যায়, ছালাদের চারা সে রূপ লম্বা হয় না—প্রথম হইতেই মাটীর সহিত লিপ্ত হইয়া থাকে, একারণ কচি চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়, তজ্জন্য যে স্থানের চারা সেই স্থানেই তৈয়ারী করাই সর্ব্বতোভাবে ভাল।

ছালাদের বীজ বপন করার পর অপরাহ্নে হাপর ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে জল, অতি সাবধানের সহিত হস্ত দ্বারা ছড়াইয়া দিতে হইবে; কারণ অসাবধানে জল দিলে বড় বড় ফোঁটার আঘাতে যদি কোন কোন বীজ স্থানান্তরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই সকল বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না। সেই জন্য ছালাদ ও পিঁয়াজের হাপরে অতি সাবধান পূর্ব্বক জল ব্যবহার করিতে হয়। হাপরে বীজ বপন করার সময় হইতে যে পর্য্যন্ত চারাগুলির ৪।৫টি পাতা দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত (কফি ইত্যাদির হাপরের ন্যায়) সময় সময় ঢাকা দেওয়া এবং

খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। তৎপরে ছালাদের চারায় ৫।৬টি পাতা হইলে, হাপরের আচ্ছাদন রাখিবার আর আবশ্যক নাই।

শিষ্য। কফির চারার হাপর বহুদিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ছালাদচারার হাপরাচ্ছাদন শীঘ্র মোচন করিয়া দিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, কফির চারা যেরূপ নরম হয় ছালাদের চারা তদ্রূপ নরম হয় না। ছালাদের চারা ৩।৪টি পাতা সমন্বিত বড় হইলেই সহসা সাড়ৌল শক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহার হাপরে বেশী দিন আচ্ছাদন রাখিবার আবশ্যক নাই। আর এক কথা—কফির চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, বীজ বপনের দিন হইতে প্রায় ২ বা ২॥ মাস সময় লাগে, ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হইলে ১ বা ১। সওয়া মাসের অধিক সময় লাগে না।

পরে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, যে জমিতে সার ছড়াইয়া চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, উক্ত জমিতে একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ ও দুই বার মই দিয়া এক দিকে সামান্য ঢাল করিতে হইবে, এবং ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে প্রস্থে তিন হস্ত অন্তর অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিসর এবং উচ্চ, আসপাশের মাটী কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া এক একটি আইল মত করা আবশ্যক। এই রূপে আইল গুলি তৈয়ারী হইলে, উহার মধ্যে মধ্যে যে তিন হস্ত পটীজমি থাকিবে, ঐ জমি সমান পাঁচ অংশ করিয়া, উহাতে লম্বভাবে ৪ গাছি দড়ি ফেলিতে হইবে এবং ঐ দড়ির গায়ে গায়ে ২॥ পোয়া অন্তর অন্তর নিড়ানিদ্বারা একএকটি

খুবি কাটিয়া, অপরাহ্নে প্রতি খুবিতে একটী করিয়া চারা রোপন করতঃ আবশ্যক মত জল ব্যবহার করা উচিত। হাপর হইতে চারা উত্তোলন করিবার সময় এরূপ সাবধান হইয়া তুলিতে হইবে যে, যেন চারাগুলির মূলদেশে কিছু কিছু মাটী থাকে, ও চারার শিকড়গুলি অধিকন্তু না ছিঁড়িয়া যায়, সেই জন্য অগ্রে দেখা উচিত যে, হাপরে মাটী কিছু নরম আছে কি শুষ্ক আছে, যদি নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে চারা উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপরে অল্প পরিমাণে জলদিয়া মাটী নরম করতঃ চারাগুলি উত্তোলন করিতে হইবে, তাহা হইলে চারাগুলির সিকড় ছিঁড়িবার আর আশঙ্কা থাকিবে না।

শিষ্য। দেব! আর একটী কথা, আপনাকে নিবেদন করি, যদি কতকগুলি চারা একেবারে উত্তোলন করিয়া কোন কারণ বশতঃ সেই দিনে সমস্ত রোপণ করা না হয়, তাহা হইলে পরদিন সেই চারাগুলি রোপণ করা যায় কি না?

গুরু। অদ্যকার চারা কল্য রোপণ করিলে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না, কিন্তু চারাগুলিকে রীতিমত ভাল স্থানে সাবধান পূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! আমি কৃষি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, যে হেতু সামান্য বিষয় লইয়া বারম্বার প্রশ্ন করিতেছি। আপনি যে সকল বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেন, তাহা আমার পক্ষে অতীব জটিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীত মনে উক্ত চারা রক্ষার্থে কিরূপ স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, এবং কি ভাবে রাখিয়া দিলে পরিণামে তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না, সেই কথাগুলি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। যে সকল চারা কল্য রোপণ করিবার জন্য রাখা হয়, তাহাদিগকে কোন একটি পাত্রে (অর্থাৎ ঝুড়ি বা বাজরায়) সোজা ভাবে বসাইয়া রাত্রিযোগে শিশিরে রাখিয়া দিতে হইবে, এবং পরদিন দিবাতে কোন নিরাপদ শীতল স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা বিধেয়।

শিষ্য। চারাগুলি ঝুড়িতে রাখিবার সময় সোজা ভাবে না রাখিয়া, যদি কাইত ভাবে রাখা হয়, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। দোষ ঘটে বৈকি, কাইতভাবে রাখিয়া দিলে রাত্রির মধ্যে চারা সকল স্বাভাবিক মাথা খাড়া করে, তাহাতে চারা বাঁকিয়া যায়, সুতরাং ঐ বাঁকা চারা রোপণ করিলে ভবিষ্যতে দেখিতে কদর্য্য ভাব হয়। এইরূপে চারাগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হইলে ২।৩ দিন অপরাহ্ণে, একটু একটু জিউনি জল দিতে হইবে। তৎপরে ৫।৭।১০ দিন গত হইলে, চারা সকল অল্প সড়োল (অর্থাৎ জমিতে সংলগ্ন) হইলে একবার নিড়ান দ্বারা গোড়াগুলির চতুর্দ্দিকে ৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে উস্কাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু খুঁচিয়া দেওয়ার সময় যেন এক অঙ্গুলি পরিমাণ গভির করিয়া খুঁচিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ১০।১২ দিন গত হইলে, কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা (অর্থাৎ ৩ অঙ্গুলি গভিরতায়) সমস্ত ক্ষেত্র কোপাইয়া, হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করা আবশ্যক। পরে ক্ষেত্রের মাটী অল্প শুষ্ক হইলে, (অর্থাৎ ৫।৬ দিন বাদে) একবার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা বিধেয়; এবং ঐ জলসিঞ্চনের ৫।৭।৮ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের মাটী কর্দ্দমময় ন্যায় রহিয়াছে, কি ঝর্‌ঝরে

হইবার যো হইয়াছে, যদি মাটী বেশ ঝর্ঝরে দেখা যায়, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার ৫।৭।৮ অঙ্গুলি গভীর করতঃ সমস্ত ক্ষেত্র কোদাল্ দ্বারা কোপাইয়া, ঐ দিবস কি তৎপর দিবস হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করা কর্ত্তব্য। পরে ১০।১৫ দিন বাদে দেখিতে হইবে যে, ছালাদগাছ "চাক ধরিয়া" উঠিবার উপক্রম হইয়াছে কি না?

শিষ্য। মহাত্মন্! কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ কথা শুনিয়া আমি আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছি। যতই নূতন নূতন কথা আমার কর্ণগোচর হইতেছে, ততই আমি ঐ কথার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিতেছি। অতএব "চাকধরা" কাহাকে বলে, এবং তাহা কিরূপ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। "চাকধরা" সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটী কথা এই যে, গাছের পাতা বড় বড় কফির ন্যায় হইয়া মাটীতে লুটিয়া পড়াকে "চাকধরা" বলে। চাকধরা (অর্থাৎ পত্র লুটিয়া পড়া) অবস্থা যদি দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে ছালাদ ক্ষেত্রে আর একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এই জল দেওয়ার ৭।৮দিন পরে দেখা উচিত ছালাদক্ষেত্রে মনুষ্য যাতায়াত করিলে, পা বসিয়া যায় কি না, যদি পা না বসে, অথচ অল্প পরিমাণে রস আছে বলিয়া অনুভব হয়, তাহা হইলে, ঐ সময় কিছু কলার ছোটা কিম্বা বিচালী আনিয়া ছালাদ গাছের পাতাগুলি একত্রিত করতঃ ঐ বিচালীর বা কলার ছোটার দুই চারিগাছি লইয়া, অতি সাবধান পূর্ব্বক প্রত্যেক গাছে জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এমন সতর্কতার সহিত

বাঁধিতে হইবে যে, যেন ঐ সময় হস্তের চাপে পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়। আর গাছগুলি বাঁধিয়া দিবার উপযোগী হইয়াছে কি না, ইহা অগ্রে জ্ঞাত হইয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। ছালাদ গাছ বাঁধিয়া দিবার উপযোগী হইয়াছে, কি অনুপোযোগী আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। তাহা জানিবার উপায় এই যে, ছালাদ গাছ ছোট অবস্থায় পাতাগুলির বর্ণ ঘোর সবুজ থাকে, ক্রমে ক্রমে যত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ঈষদ সফেদ বর্ণ হইয়া, পাতাগুলি ক্রমশঃ মোটা বা পুরু হয়, এবং হস্ত দ্বারা টিপিয়া ধরিলে মুচ মুচ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি, কফির ন্যায় ছালাদ তাল বাঁধে কি না?

গুরু। বৎস! তোমার প্রশ্নের ভাবার্থ অতিশয় সহজ হইলেও আমার পক্ষে অতিশয় গুরুতর হয়, কারণ, তুমি যে ভাবে প্রশ্ন কর, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আমাকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে হয়। আমি মনে করি (যে বিষয়ই হউক না কেন) সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে তুমি রীতিমত মীমাংসা না হইলে ছাড় না; অতএব সহজ প্রশ্ন হইলেও আমার পক্ষে যে গুরুতর, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে, কফির ন্যায় শক্ত হইয়া ছালাদ তাল বাঁধে না।

শিষ্য। দেব! কার্য্য হইলেই কারণ থাকিবেই থাকিবে;

যখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছালাদকে কপির ন্যায় বন্ধন করিতে হইবে, অথচ তার বাঁধিবে না, সুতরাং তাহাতে কারণ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব সরলান্তঃকরণে বলুন দেখি যে, তবে স্থানান্তর হইতে বিচালী বা কলার ছোটা আনয়নপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া ছালাদকে বাঁধিবার কারণ কি?

গুরু। তাই ত বলি, তুমি মীমাংসা না হইলে ত ছাড়িবে না! বাঁধিবার কারন এই যে, ছালাদকে বন্ধন করিলে, ভিতরের পাতা কোচড়াইয়া দুগ্ধের ন্যায় সাদা হয়, এবং অতিশয় নরম ও মুচমুচে এবং আস্বাদনও ভাল হয়। এইরূপে বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ১৫ দিন পরেই ছালাদ খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে পারিলে, আবাদ সহজেই করা যায়। এই প্রণালীতে ছালাদের চাষ করিলে, এক বিঘা জমিতে খরচ কম বেশী বাদে ৫০৲ টাকা লাভ হয়।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য চাষ করিলে বেশী লাভ হয়, কিন্তু ইহার চাষে লাভাংশ এত কম হয় কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, ছালাদ আমাদের দেশে তাদৃশ প্রচলিত না থাকায়, অনেকেই তাহা ব্যবহার করিতে জানেন না, সুতরাং বিক্রয় কম হইলে লাভাংশও কম হইবার সম্ভাবনা। অহো! আর একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছি বাপু!

শিষ্য। কি কথা প্রভো!

গুরু। কথাটী এই, ছালাদে ছোটা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার পর, যদি কোন দিন কোন সময়ে আকাশের বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে পরক্ষণেই ছোটাগুলি খুলিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! এত পরিশ্রম করিয়া বাঁধিয়া আবার খুলিয়া দিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, ছালাদের বন্ধন অবস্থায় আকাশের বৃষ্টি পতিত হইলে, ছালাদের ভিতরে জল প্রবেশ করে, সেই সময় না খুলিয়া দিলে জল বহির্গত হইতে পারে না।

শিষ্য। ছালাদ হইতে জল যদি বহির্গত না হয়, তাহা হইলে কি দোষ হয়?

গুরু। ছালাদে জল প্রবেশ করিয়া ২।৪ দিন থাকিলে ছালাদের পাতায় ছাতা ধরিয়া ক্রমশঃ নষ্ট করিতে থাকে। (যদিও এককালীন পচিয়া নষ্ট না হয়) আস্বাদনও অনেকাংশে তফাৎ হয়। সেই জন্য ছালাদ হইতে জল প্রক্ষেপ হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, বেশী সময় খোলা থাকিলে রৌদ্র ও শিশির ভোগ দ্বারা ক্রমশঃ উহার মচ্‌মচে গুণটুকু দূরীভূত হইয়া যায়।

শিষ্য। ছালাদের আবাদের বিষয় বিশেষ রূপে শুনিয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইলাম। এক্ষণে অন্য কোন সবজী বিষয়ের কথা উল্লেখ করুন।

গুরু। তবে ক্যারটের আবাদের বিষয় বলি শুন।

শিষ্য। ক্যারট কি প্রকার প্রভো!

গুরু। ক্যারট (হরিদ্রাবর্ণ মূলার ন্যায় একপ্রকার গাজর)।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া চির কৃতজ্ঞতাপাশে আমাকে আবদ্ধ করুন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

EARLY HORN CARROT.

আর্লি হরণ ক্যারট।

(হরিদ্রা বর্ণ মূলার ন্যায় সিঙ্গে গাজর)।

গুরু। আর্লি হরণ ক্যারটের বীজ অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ পোলি ও দোআঁশ মাটীতে ভাল হয়, এবং বিঘা প্রতি ৮০ ভরি বীজ ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার আবাদ করিবার জন্য যখন জমি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সেই সময় বিশেষ রূপে জানা উচিত যে, জমিখানি যেন "বারমেসে" হয়, কারণ, "বারমেসে জমি" গাজরের পক্ষে বিশেষ হিতজনক। নিতান্ত যদি বারমেসে জমি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে "খিলভাঙ্গা বারমেসে জমিতে করিলেও চলিতে পারে।

শিষ্য। "খিলভাঙ্গা বারমেসে জমি" কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। "খিলভাঙ্গা", "খিলভাঙ্গা বারমেসে" ও "বারমেসে" ইহাদের বিবরন যদি বিশেষ রূপে শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলি শুন। কিন্তু "বারমেসে জমির" কথা ছালাদের চাষের সময় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ভালরূপে না বুঝিয়া থাক, তাহাও আর একবার বলি শুন। যথা—যে জমি কার্ত্তিক মাসে এক বার কি দুইবার লাঙ্গলের দ্বারা চাষ দিয়া ফেলিয়া

রাখা হয়, (অর্থাৎ পতিত থাকে) তাহাকে কেবল "খিলভঙ্গা জমি" বলা যায়। আর যে জমিতে কার্ত্তিক মাস হইতে লাঙ্গলের চাষ প্রতি মাসে ২।৩ বার করিয়া দেওয়া হয়, অথচ জমির ঘাস জঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে মরে না এবং কোন ফসলও তাহাতে করা হয় নাই, তাহাকে "খিলভাঙ্গা বারমেসে জমি" কহে। আর যে জমিতে কার্ত্তিক হইতে প্রতিমাসে ২ দফায় ৪ বার চাষ দিয়া জমির ঘাষ মারিয়া রাখা হয়, অথচ জমিতে কোন ফসল করা হয় নাই, তাহাকে "বারমেসে জমি" বলা যায়।

ইহার আবাদ সম্বন্ধে যে জমি নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে ফাল্গুন বা চৈত্র মাহায় বিঘা প্রতি ভেড়ির নাদি সার চার গাড়ী (অর্থাৎ ৪০ মোণ) ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা পচা গোময় সার ৫ গাড়ি (অর্থাৎ ৫০ মোণ) সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া একবার কি দুইবার লাঙ্গল দিয়া, সারগুলি মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে ২।১ বার চাষ দিয়া, একপালা পাতলা পাতলা মই দেওয়া আবশ্যক। আর যদি খইল সার জমিতে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে, শ্রাবণ মাসের প্রথমে বিঘা প্রতি ২৫ মোণ সরিষা বা তিল কিম্বা তিসির খইল দিতে হইবে। আর যদি রেড়ির খইল দিতে হয়, তাহা হইলে ২০ মোণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যে প্রকারের খইল হউক না কেন, এইরূপে এককালীন জমিতে ছড়াইয়া দিয়া একবার কি দুইবার চাষ দেওয়া উচিত। সারেতে মাটীতে রীতিমত মিশ্রিত করিয়া পাতলা পাতলা একপালা মই দিয়া, এমন ভাবে সতর্ক থাকা উচিত, যেন বর্ষার তোড়ে ক্ষেত্রের আসপাশের আইল গুলি না ভাঙ্গিয়া

যায়, যদি তাহাই ঘটে, তাহা হইলে, মধ্যে মধ্যে আইলগুলি বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (ভয় আইল দিয়া ঐ জলের সহিত সার সকল বহির্গত হইয়া যাইতে পারে)। এই রূপ সাময়িক কার্য্য অতিবাহিত হইলে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে উক্ত জমিতে আর লাঙ্গল দ্বারা চায দিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ দুই মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে যে সকল ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা মধ্যে মধ্যে নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া কিম্বা হস্তের দ্বারা উৎপাটন করিয়া জমির বহির্দ্দেশে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে, কার্ত্তিক মাসে ঐ ক্ষেত্রে এক দিন দোয়ার চাষ দিয়া দেখিতে হইবে যে, উহাতে বীজ বপনের যো হইতে (অনুমানে) কয়দিন বিলম্ব আছে। যে দিবস ক্ষেত্রে বীজ বপনের সুবিধা বোধ হইবে, সেই দিবস পুনর্ব্বার একবার পাতলা পাতলা লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া, এক দিকে সামান্য ঢাল করা উচিত; এবং প্রস্থে ২॥ হস্ত অন্তর অন্তর ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে এক একটি দড়ি ফেলিতে হইবে। পরে ঐ দড়ির আসপাশ হইতে কোদাল দ্বারা মাটী চাঁচিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ, এক একটি আইল মত করিয়া সমস্ত ক্ষেত্র ঠিক করা আবশ্যক।

গাজরের বীজ বপন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রণালী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। যথা,—প্রথমতঃ এই এক প্রণালী; কথিত ৮৹ ভরি বীজ সংগ্রহ করতঃ ঐ আইলের মধ্যস্থিত যে পটীজমি আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বীজগুলি তদনুযায়ী অংশ করিতে হইবে; এবং ঐ এক এক অংশ বীজ, এক একটী পটীতে বপন করিয়া পরক্ষণেই কোদাল দ্বারা ৪।৫ অঙ্গুলি গভিরতায় খন খন

খুঁচিয়া মাটীগুলি হস্ত দ্বারা রীতিমত সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে, এক দিন কি দুই দিন বাদে ঐ বীজের উপর একবার জল সিঞ্চন করিলে, ১৯।২০ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে বিটপালমের বীজ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, (অর্থাৎ বীজগুলিকে সূর্য্যোত্তাপিত জলে ভিজাইয়া রেড়ির পাতায় পুটুলি করতঃ রাত্রিযোগে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত।) কথিত প্রণালী অনুসারে বীজ-গুলি অঙ্কুরিত হইলে, পরে বপন করিয়া সমস্ত পটীর মাটী হস্ত দ্বারা সমান করা বিধেয়। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে, অচিরে, এমন কি ৫।৬ দিনের মধ্যে বীজ সকল চারা প্রসব করে। কিছু দিন পরে, চারাগুলি ৫।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে, ক্ষেত্রের ঘাস সমস্ত নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, কিন্তু ঘাসগুলি নিড়াইবার সময় কথিত আইলের উপর বসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পটী জমির সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে। ঘাসগুলি রীতিমত নিড়ান হইলে, সমস্ত ক্ষেত্র দুই অঙ্গুলি গভীরতায় নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে ১৫ দিন গত হইলে একবার জলসিঞ্চন করা বিধেয়। এই জলসিঞ্চনের পর ৫।৬ দিন বাদে পুনর্ব্বার নিড়ান দ্বারা পূর্ব্বমত সমস্ত ক্ষেত্র খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে ৫।৭।১০ দিন বাদে দেখিতে হইবে যে, গাজরগাছে গুটি ধরিবার উপক্রম হইতেছে কি না।

শিষ্য। "গুটীধরা" কাহাকে কহে এবং কি প্রকার তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। "গুটীধরা" একটি কথা এই যে, গাছের মূলবৃদ্ধির উপক্রম হইলে, তাহাকে "গুটী ধরা" বলা যায়। ঐ রূপ গাছের মূলদেশে "গুটীধরা" দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়। এই জল সিঞ্চনের পরে গাজর ক্ষেত্রে আর কোন দপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই। তবে যদি উহাতে কিছু কিছু ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হয় তাহা হইলে নিড়ান বা হস্তদ্বারা ঘাস গুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। আর ইহাও সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে যে, গাজর গাছে পাকা ও পচা পাত আছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয় তৎ ক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে উহাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

শিষ্য। গাজর গাছের পাকা ও পচা পাতা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে না ফেলিয়া দিলে কি হানি হয়?

গুরু। এ সম্বন্ধীয় কথা আরও দুই একবার আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহা তুমি বিস্মরণ হইয়াছ না কি? গাজরের পাকা ও পচা পাতা উহার মূলে যদি লিপ্ত হয়, তাহা হইলে গাজরের গায়ে পচা পচা দাগ ধরিয়া, আস্বাদন কিছু দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপ প্রণালীতে গাজরের চাষ করিলে, বীজ বপনের দিন হইতে তিনমাসের মধ্যেই গাজর খাদ্যোপযোগী হয়।

শিষ্য। গাজর ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এবং কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। "গুটীধরা" অবস্থা হইতে স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত গাজর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং কাঁচা ও রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করা যায়। ইহাকে এক রকম পাকা ফসলের মধ্যে গণ্য করিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক বিঘা জমিতে গাজরের চাষ করিলে, খরচা বাদে কম বেশী এক শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। গাজরের বিষয় শ্রুত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে অন্য রকম বিলাতী সবজীর কথা বলুন।

গুরু। তবে অন্য রকম ব্লু ইম্পিরিএল পিজের আবাদের বিষয় বলি, শুন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

BLUE IMPERIAL PEAS.

ব্লু ইম্পিরিএল পিজ।

(নীলবর্ণের মটর।)।

গুরু। ইহার বীজ সর্ব্ব স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু অ্যামেরিকা ও ইংলণ্ডের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। (অর্থাৎ ফল বড় এবং সুস্বাদু ও অপেক্ষাকৃত নরম)। পিজের আবাদ করিতে হইলে, মাকড়া এঁটেল মাটিতে করিতে হয়, ইহার চাষের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ১২।১৩ সের বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু কোবলা সানি জমিতে ইহার আবাদ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। কোবলা-সানি জমি কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যে জমিতে অধিক জল পতিত হইলেও স্থায়ী হয় না, অথচ নিচু। (অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর জমি) তাহাকে কোবলা সানি বলা যায়। অতএব যে জমিতে পিজের আবাদ করিতে হইবে, তাহাতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস সমভাবে প্রতিমাসে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া জমির সমস্ত ঘাস মারিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়; এবং বৈশাখ মাসের প্রথমে পচা গোময় সার বীঘা প্রতি ২০ মোণ ছড়াইয়া তদুপরি চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! মটর চাষেতে কেবল পচা গোময় সারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অপর সারের কথা ত কিছু উল্লেখ করিলেন না!

গুরু। মটর চাষে তেজস্কর সারের আবশ্যক হয় না।

শিষ্য। মটর চাষে তেজস্কর সার ব্যবহার করিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। মটর চাষে তেজস্কর সার ব্যবহার করিলে গাছ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া ঢোড়া মারিয়া অফলা হইয়া পড়ে, সুতরাং পচা গোময় সার উহাতে ব্যবহার করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হয় না।

শিষ্য। গোময় সার কি সর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজি?

গুরু। না বাপু! ঐ রূপ ভাবে বলি নাই। গোময় সার, সারের মধ্যে বিশেষ হিতজনক, কেননা উহাতে ২।৩টি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। কি কি গুণ প্রভো!

গুরু। প্রথমতঃ এই এক গুণ, ছোট বড় ও মাঝারি

সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষে উপকারী, কারণ, গোময় সার যে উদ্ভিজ্জ যে ভাবে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সেই উদ্ভিজ্জ সেই ভাবেই ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই এক গুণ, অপর অপর সারের তেজ, মৃত্তিকাদ্বারা নষ্ট হয় কিন্তু গোময় সারের তেজ, উদ্ভিজ্জ ব্যতীত মৃত্তিকা দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, গোময় সারের যেরূপ স্থায়িত্ব ক্ষমতা আছে, সেরূপ অন্যান্য সারের ক্ষমতা দেখা যায় না।

শিষ্য। গোময় সারের স্থায়িত্ব ক্ষমতা কিরূপ, তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। অন্যান্য সার কোন গাছে ব্যবহার করিলে, ঐ গাছের উপকার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার ক্ষমতা আপনা হইতেই নষ্ট করে, গোময় সার তদ্রূপ নহে। কোন কোন গাছে গোময়সার ব্যবহার করিলে, গাছ সকল উহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন জীবিত থাকে। বাস্তবিক আমি কোন সময়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রথমে কোন ক্ষেত্রে গোময়সার ব্যবহার করিয়া, ভালরূপ ফসল পাওয়ায়, দ্বিতীবার ঐ ক্ষেত্রে অন্যপ্রকার সার না দিয়াও সমভাব ফল পাইয়াছিলাম। এইরূপে সারের কার্য্য শেষ হইলে, ভাদ্র মাসে ইহার ক্ষেত্রে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ জমিখানি এক দিকে সামান্য ঢাল করত ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে দড়ি ফেলিয়া প্রস্থে ২॥ হস্ত অন্তর অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ, এক একটি ডাঁটি (অর্থাৎ আইলমত) করিয়া সমস্ত জমি ঠিক করিতে হইবে। তৎপরে প্রত্যেক ডাঁড়ার মধ্যস্থিত যে এক

হস্ত লোল জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইয়া হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করতঃ দুই দিকে সমান অংশ রাখিয়া উহার মধ্যে এক একগাছি দড়ি টানা ধরিয়া, ঐ দড়ির গায়ে গায়ে ৪ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক একটি বীজ অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া বসাইতে হইবে, কিন্তু বীজ পুতিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রে কিরূপ যো হইয়াছে (অর্থাৎ মাটীতে রস আছে কি না) যদি মাটী একেবারে নিরস অর্থাৎ শুষ্ক হওয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, ২।৩ দিবস অন্তে কলসী দ্বারা জল ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই রূপে বীজ বপন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। তৎপরে চারা সকল ২।৩ অঙ্গুলি বড় হইলে, ঐ লোল জমি সমস্ত নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া বিধি। পরে ৫।৬দিন অন্তে ঐ উভয়দিকের দাঁড়ার মাটী ৵০ আনা অংশমত কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া গাছের গোড়ায় ভালরূপে চারাইয়া দিয়া, পরে বাঁশের কিম্বা ধঞ্চেকাঠি অথবা পাকাটি কতকগুলি আনয়ন পূর্ব্বক ঐ মটর গাছের গোড়ায় প্রস্থে ২ অঙ্গুলি ব্যবধানে ৮ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক এক গাছি পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি কৃষি বিষয়ে যে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কেননা বিদেশীয় কৃষিপ্রণালী নিতান্ত সহজ হইলেও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হয়। আপনি তদ্বিষয়ে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। বিশেষতঃ কোন কার্য্যেই আপনার ভ্রম লক্ষিত হয় না। যে আবাদের

বিষয় হউক না কেন, তাহা আপনার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধীয় প্রপঞ্চতা, অন্যায় বাক্‌পটুতা, নীতি-বিরুদ্ধতা, বাহ্যাড়ম্বর ইত্যাদি সকল প্রকার আন্তরিক বিকৃতি বিসর্জ্জন করণান্তর নির্ম্মল দেহ ধারণ করিয়াছেন, যাহা হউক, প্রভো! আজ আমি আপনার অকৃত্রিম বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া সামান্য কৃষিবিষয়ের আলোচনা করিতেছি, ইহাতে আমার কোন বিষয়ে অপরাধ হইলেও আপনার পক্ষে তাহা মার্জ্জনীয়, যে হেতু আপনি উপদেষ্টা, আমি শিক্ষার্থী, সুতরাং শিক্ষার্থীর যত মানসিক জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা শিক্ষকের পক্ষে বিরক্তিকর হইলেও কার্য্যবশতঃ সহনীয়। অতএব প্রভো! আমার প্রশ্ন এই যে, এ দেশে অনেক স্থানে মটরের আবাদ হইতে দেখিয়াছি যে, ঐ মটর গাছে ধঞ্চে ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না, মাটীতে লতাইয়া যায়, এবং তাহাতে ফলফুল উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন অনিষ্ট ঘটে না, তবে ইহাতে ধঞ্চে কি অন্য প্রকার কাঠি পুতিবার ব্যবস্থা হইল কেন ?

গুরু। বৎস! যতই কালাতিপাত হইতেছে, ততই তোমার অন্তরে নব নব ভাবের উদয় হইতেছে। স্বল্পদিনের মধ্যে যে তুমি কৃষি বিষয়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার বাক্যানুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যে বিষয় যত আলোচনা করা যায়, ততই তাহার প্রত্যক্ষ ফল অচিরে দৃষ্টি-গোচর হয়, অতএব আলোচ্য বিষয়ই যে উন্নতির সোপান, তাহা বিশেষরূপে বলিতে হইবে না। যাহা হউক, তুমি যে সামান্য বিষয়কে গুরুতর বলিয়া অনুভব কর, ইহাই তোমার শিক্ষা লাভের প্রধান উপায়। যে বিষয়ে যে যত ব্যাগ্র হয়, সে

বিষয়ে সে তত পটুতা লাভ করে। অতএব তুমি যে কৃষি বিষয়ে ঐকান্তিক ব্রতী হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর এই, বিদেশীয় মটর ক্ষেত্রে ঐ রূপে কন্‌চি কি ধঞ্চে কি পাকাঠি না পুতিয়া দিলে ভালরূপ গাছ বৃদ্ধি হয় না, এবং ফলও রীতিমত হয় না। কিন্তু ঐ কন্‌চিগুলি পুতিবার সময় সামান্য কাইত ভাবে পুতিতে হইবে।

শিষ্য। কাইত ভাবে পুতিবার কারণ কি? এবং কিরূপে কাইত করিতে হইবে, তাহাও আমি অবগত নহি।

গুরু। কারণ এই যে, কাইত ভাবে না পুতিয়া খাড়া ভাবে পুতিলে, মটর গাছের সিকড় ছিড়িয়া নষ্ট হইতে পারে, এবং ঝড় বাতাসে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য দুই সারের কন্‌চির অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া এক একটি বন্ধন দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। উভয় কন্‌চির মাথা একত্রিত করা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্থে ১।। হস্ত অন্তর অন্তর মটর সারি দেওয়া হইয়াছে ঐ প্রতি সারিতেই কন্‌চি পোতা আবশ্যক। এক সারির কন্‌চি যে ভাবে হেলাইতে হইবে, অপর সারের কন্‌চি তাহার বিপরীত ভাবে হেলাইলে উভয় কন্‌চির মাথা সহজেই একত্রিত হয়। এইরূপে কন্‌চি দেওয়া কার্য্য শেষ হইলে, ২।৩ দিন পরে, একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। যদি সিঁউনিদ্বারা জল সিঞ্চন করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে কলসী দ্বারা জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু জল দেওয়ার সময় এমন সতর্কতার

সহিত দিতে হইবে যে, যেন গাছের গোড়া ভিন্ন পাতায় ও ডগায় জল না লাগে।

শিষ্য। গাছের গাত্রে ও পাতায় জল লাগিলে তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। হৈমন্তিক ফসল শিশিরে ভালরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জল না পাইলেও তাহাতে কোন বিশেষ হানি হয় না, তবে মাটী যদি নিতান্ত নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে মাটী ভিজাইবার জন্য সামান্য জল দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু গাছের পাতায় ও গায়ে জল লাগিলে (হৈমন্তিক গাছের যে, স্বাভাবিক লবণাক্ত একটি গুণ থাকে) তাহা জল দ্বারা ধৌত হইয়া যাইলে, গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এবং কতক মরিয়া ও যায়।

শিষ্য। প্রভো! অভাবনীয় ঘটনার বিষয় কিছুই স্থিরতর নহে, দৈব, মনের অগোচর, অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া স্বাভাবিক কার্য্যে ব্যাপৃত, কি ভাল, কি মন্দ, সকল বিষয়েই তাহার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে, গোপনে থাকিয়া কেমন স্বকার্য্য সাধন করিতে থাকে, তাহা ভাবিয়া কেহই স্থির করিতে পারে না; তাই বলিতেছি যে, হটাৎ যদি দৈববশতঃ বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে কি হইবে প্রভো!

গুরু। বৎস! তুমি যে ভাবের প্রশ্ন করিলে, তাহা অখণ্ড-নীয়, কারণ, দৈবের কথা কেহই বলিতে সক্ষম নহে। হটাৎ যাহা ঘটে তাহাই দৈব। দৈব তোমার নহে, আমার নহে, স্বেচ্ছাধীন—ভাল মন্দ কার্য্যের সহায়তা করে। সেই জন্য বর্ষা গত হইলে, হৈমন্তিক আবাদ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তাহাতেও যদি বৃষ্টি হইয়া উক্ত ফসলের পক্ষে অনিষ্ট ঘটে, তবে উহাকে দৈব কর্ত্তৃক হানি বলিতে হইবে।

সে যাহা হউক, তৎপরে মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত যে, মটর গাছগুলি কন্‌চির গাত্র ধরিয়া উঠিতেছে কি না, যদি কোনটি আসপাশে পড়িয়া থাকে, তাহাকে ধীর ভাবে কন্‌চি ধরাইয়া দিতে হইবে। এবং ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে একমাস কি দেঁড় মাস মটর চাষের কারিকিত করিলে গাছগুলি প্রায় ১॥ হাত কি ২ হাত উর্দ্ধে বড় হইয়া কুঁড়ি ধরিবার উপক্রম হয়। ফুলের কুঁড়িধরা দৃষ্ট হইলে, ক্ষেত্রের সামান্য মাটী নিড়ান দ্বারা ২।৩ অঙ্গুলি গভীরতায় খুড়িয়া দেখা উচিত যে, নিম্নের মাটীতে কি পরিমাণে রস আছে, যদি মাটী নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে আর একবার জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। ঐ জল দেওয়ার ২।৩।৪ দিবস পরে পুনর্ব্বার নিড়ান দ্বারা সমস্ত লোল জমি খুঁচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে মটরের কারিকিত করিলে, ৫।৭ দিনের মধ্যে গাছ সকল ফুল ফুলে পরিণত হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, মটর গাছে যখন রীতিমত ফুল প্রস্ফুটিত হইবে, সেই সময় যদি হটাৎ বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মটরের অবস্থা যে পরিণামে শোচনীয় হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ। ফলত অনেক বিষয়ই যে আপনার জানা আছে, তাহা স্পষ্টই প্রমাণী-কৃত হইতেছে, বাস্তবিক কৃষিবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। সদ্গুরু ও সৎ শিষ্য সকলের ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং ভবিষ্যতে উভয়ের মনাগুণে উভয়েই দগ্ধীভূত হয়েন, এবং মনোবেদনা যে চিরস্থায়িনী হইয়া উভয়ের প্রাণে নিয়তই আঘাত করিতে থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাই প্রভো! আমি অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কৃষিবিষয়ের নানাবিধ কৌশল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, ইহাতে যে সৎশিক্ষাই লাভ করিব, তাহাই আন্তরিক বাসনা। যাহা হউক প্রভো! অসময়ে বৃষ্টি হইলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। অসময়ে বৃষ্টি হইলে, বিশেষ কোন হানি হয় না বটে, কিন্তু ফুল যে সময় বিকসিত হইবে, সেই সময় বৃষ্টি হইলে ঐ জল ফুলের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহাতে ফুলের মধু সমস্ত ধৌত হইয়া যায়; এবং শুঁঠী না জন্মাইয়া ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে। এই রূপে মটরের আবাদ করিতে পারিলে এক বিঘা জমিতে খরচা বাদে ৫০।৬০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। অপর অপর আবাদাপেক্ষা মটরের আবাদ কিছু সহজ বোধ হইল। এক্ষণে হাপরে কফির বীজতলা ফেলা হইয়াছে, তাহা ঠিক হইয়াছে কি না, আপনি একবার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়।

গুরু। তবে চল, দেখিয়া আসি।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষেত্রদর্শন।

গুরুদেব শিষ্যের কথামত তাঁহার সমভিব্যহারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হাপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং বলি-লেন, হাঁ বাপু! হাপর কয়টি মন্দ হয় নাই, বেশ তৈয়ারী হইয়াছে, তবে সামান্য যাহা দোষ আছে, তাহা বোধ হয় তুমি ভালরূপে বুঝিতে পার নাই বলিয়া ঐ দোষযুক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভ্রম লক্ষিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, মানবের মন নিয়তই চঞ্চল, সুতরাং চাঞ্চল্য হইতে ভ্রম, ভ্রম হইতে দোষ বহির্গত হয়। অতএব আমি যে ভ্রমান্ধ হওয়ায় উক্ত বিষয়ে দোষ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে হাপরক্ষেত্র কিরূপ দোষে পরিণত হইয়াছে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিউন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, হাপরের জমি, ক্ষেত্র অপেক্ষা অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না হইয়া অনেকাংশে কম হইয়াছে।

শিষ্য। অপর স্থানের মাটী আনয়ন পূর্ব্বক যখন হাপর প্রস্তুত করা হয়, তখন হাপরক্ষেত্র যে জমি অপেক্ষা উচ্চ হই-য়াছে, এটী সহজেই অনুভব হইতে পারে, তবে বলিতে পারি না, বোধ হয়, বৃষ্টিতে মাটী ধৌত হওয়ায় কি কতক পরিমাণে মাটী বসিয়া যাওয়ায় ঐ রূপ অনেকাংশে নিচু দেখা যাইতেছে।

সে যাহাহউক প্রভো! এক্ষণে উহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে কি না?

গুরু। আপাততঃ বিশেষ কোন হানি হইবে না বটে, তবে, যদি বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ জল ছিট্‌কাইয়া হাপরক্ষেত্রে লাগিতে পারে. সুতরাং হাপরক্ষেত্রে জল প্রবেশ করিলে, আর্দ্র বশতঃ অনিষ্ট হইবার সম্ভাব না।

শিষ্য। এক্ষণে এই চারাগুলি কেমন হইয়াছে প্রভো!

গুরু। এ গুলি দেখিতেছি যে, ফুলকফির চারা—মন্দ হয় নাই, বাস্তবিক বেশ বেঁটে বেঁটে চারা হইয়াছে, তবে আর বিলম্ব করিও না, সত্বরেই ২য় হাপরে নাড়িয়া বসাইবার আয়োজন কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে মালীকে কল্যই নাড়িয়া বসাইতে বলিব। আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, হটাৎ আপনি ফুল কফির চারা বলিয়া কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ২ পাতাসমন্বিত চারা দৃষ্ট হইলেই, ফুলকফির চারা বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারা যায়।

শিষ্য। তবে, এই হাপরটীর চারাগুলি কেমন হইয়াছে দেখুন দেখি।

গুরু। (অন্য হাপরের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া) বলিলেন, এ যে, ড্রামহেড বাঁধা কফি ও ওলকফির চারা বাহির হইয়াছে! দুই প্রকারের বীজ এক সঙ্গে এক স্থানে বপন করা ভাল হয় নাই বাপু!

শিষ্য। সে কি প্রভো! আমি ত ওলকফির বীজ আনয়ন করাই নাই!

গুরু। তবে যে স্থান হইতে বীজ আনাইয়াছিলে, বোধ হয় তাঁহারাই কোন গতিকে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শিষ্য। যাঁহাদিগের নিকট হইতে বীজ আনাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের ফারম পুরাতন জানিয়া বিশ্বাস হওয়ায়. তাহার উচিতমত ফল পাইয়াছি। এখন অবধি জানিলাম যে, যাঁহারা নর্শরি সম্বন্ধীয় বীজাদির কার্য্যে ভালরূপ পটু নহেন; তাঁহাদিগেরই কর্ত্তৃক ঐ রূপ ঘৃণিত কার্য্য ঘটিয়া থাকে।

গুরু। তুমি যদি এবিষয়ে ভালরূপ পরিপক্ক হইতে, তাহা হইলে সহজেই চিনিতে পারিতে। অজ্ঞানবশতঃ উভয় বীজ এক সঙ্গে বপন করিয়াছ, তাহাতে ঐরূপ দোষ ঘটিয়াছে।

শিষ্য। ওলকফি ও বাঁধাকফির চারা মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে কি বিশেষ হানি হইবে ?

গুরু। এমন কোন বিশেষ হানি হইবে না বটে, তবে সামান্য এই এক দোষ ঘটিতে পারে যে, বাঁধা-কফির-চারার পাতা অপেক্ষা ওলকফি-চারার পাতা অপেক্ষাকৃত বড়. একারণ বাঁধাকফির চারাগুলিকে ঢাকা দিয়া ফেলিলেও ফেলিতে পারে।

শিষ্য। তবে তাহার উপায় কি প্রভো !

গুরু। তাহার উপায় এই যে, কল্য যখন চারাগুলি উত্তোলন করিয়া অন্য হাপরে বসাইবে, সেই সময় উভয় চারা পৃথক্‌পৃথক্ করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

শিষ্য। ওলকফি এবং বাঁধাকফি চারা কিরূপে চিনা যাইবে ?

গুরু। তাহা চিনিবার সঙ্কেত এই যে, বাঁধাকফিচারাগুলির ডাঁটা এবং পাতার উল্‌টা পৃষ্ঠের প্রধান শিরগুলি সামান্য লাল কিন্তু ওলকফির চারাগুলি ঘোর নীলবর্ণ ও পাতাগুলি ঈষৎ লম্বাকৃতি। আর ফুলকফি-চারাগুলির ডাঁটার অগ্রভাগ সামান্য লাল।

শিষ্য। এই তিন প্রকার কফি যাহা দেখিলেন, অন্যান্য তজ্জাতীয় চারাগুলি কি ঐ রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে ?

গুরু। না বাপু! পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় চারার অবয়ব স্বতন্ত্র. ক্রমশঃ বহুদর্শিতা লাভ করিলে, সমস্তই অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনার কৃষিবিষয়ে অনেক রকম সঙ্কেত দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে জমিগুলিতে কিরূপ চায় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যদি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বিশেষ সুখী হই। দেখুন. ফুলকফির আবাদের জন্য এই জমিতে ডাঁড়াবাঁধা ও থইল পোতা হইয়াছে।

গুরু। তা ত হইয়াছে, কিন্তু জল দিবার ব্যবস্থা কিরূপ করিয়াছ ?

শিষ্য। ঐ যে পার্শ্বে জলাশয় দেখিতেছেন, উহার জলেরই বন্দবস্ত করা হইয়াছে।

গুরু। আমি যে কার্য্যেই দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই কিছু না কিছু ভ্রম লক্ষিত হয়, এই দেখ. জমির ঢাল যে দিকে মানান করা হইয়াছে, সেই দিকেই আবার জলাশয় রহিয়াছে, (অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নিচু—সেই দিকেই জলাশয়) ইহাতে

জলসিঞ্চন করিলে, ক্ষেত্রের উত্তরদিকে জল যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা ঘটিবে। দক্ষিণদিকে নিচু না করিয়া যদি উত্তরদিকে নিচু করা হইত, তাহা হইলে দক্ষিণের জলাশয় হইতে জল সিঞ্চন ক'রিলে অতি সহজেই ক্ষেত্রময় হইয়া পড়িতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ হইতে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে ইহাব আর কোন উপায় আছে কি না?

গুরু। উপায় আছে বই কি, ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া এমন ভাবে একটি নর্দ্দমা কাটিতে হইবে যে, যেন উত্তরদিকে সামান্য গড়ানে হয়, তাহা হইলে ঐ জল উত্তরদিকে গিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণবাহিণী হইয়া ক্ষেত্রময় হইবে।

শিষ্য। তবে বাঁধাকফির জমিতে ডাঁড়া তোলা ও ঢাল মানান হয় নাই—২।৩ দিনের মধ্যেই হইবে, আপনি আর একবার ঐ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। এই জমির ঢাল (অর্থাৎ সামান্য নিচু) পশ্চিম দিকে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে উচ্চ রাখিতে হইবে, কারণ দক্ষিণেব জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ধারে ঢালিয়া দিলে সহজেই পশ্চিমবাহিণী হইয়া ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়িবে।

শিষ্য। প্রভো! জলসিঞ্চনের বিষয় যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, চলুন বাটীতে প্রত্যাগমন করি।

গুরু। তবে চল, আনাদির সময় হইয়াছে বটে।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নৈতিক প্রতিবাদ।

গুরু ও শিষ্য উভয়ে ক্ষেত্র দর্শন করিয়া বাটীতে আসিলেন, এবং নিজ নিজ সাময়িক কর্ম্ম সমাপন করণান্তর, ক্ষণেক বিশ্রামের পর, গুরুদেব বলিলেন, জমিতে চাষ দেওয়া, খুঁটি-পোতা, ডাঁড়াবাঁধা, হাপর তৈয়ারী ও চারা প্রস্তুত করা ইত্যাদি, যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা সমস্তই অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। দিয়ে চাষের কর্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারে বলিয়া অনেক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই,—হাজার হউক চাষার ছেলে, যে রূপেই হউক কার্য্যগুলি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছে।

শিষ্য। অদ্য ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় কার্য্য আপনি যাহা যাহা দর্শন করিয়া আসিলেন, তাহা যদি আপনার মনঃপূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সমস্ত কার্য্যই সফল হইয়াছে। শিক্ষক ছাত্রকে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন, ছাত্র যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করে, শিক্ষক পুনর্ব্বার ভালরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। এইরূপে একবার কি দুইবার কি তিনবার বুঝাইবার পর, ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে যখন তদ্বিষয়ের বীজ সুন্দররূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তখন শিক্ষকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাই-তেছে যে, ছাত্রের মানসিক কার্য্য সফল না হইলে, শিক্ষকের মনে কখনই আনন্দের উৎসব হয় না।

গুরু। তোমার কার্য্যের সাফল্যানুসারে আমার যে আনন্দানুভব হইয়াছে, এ কথা সঙ্গত হইলেও একরকমে অসঙ্গত, কারণ এক জনের কার্য্য সফল হইলে আর এক জন আনন্দিত হয় না, তাই বলি আমি স্বকার্য্য সাধনেই আনন্দিত হইয়াছি।

শিষ্য। অপরের কার্য্য সফল দেখিয়া অন্যের মনে আনন্দ হয় না কেন?

গুরু। সকল মনুষ্যের আন্তরিক ভাব সমান নহে। প্রত্যেক মানবের মনের ভাব পৃথক্ পৃথক্। হিংসা মনুষ্যের আন্তরিক ভাবের সহিত জড়িভূত থাকায় অপরের কার্য্য সফল দেখিয়া অন্যের আনন্দানুভব হয় না। অতএব আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তোমার কার্য্য দর্শনে নহে,—আমি যে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহারই ফল পাইয়াছি।

শিষ্য। প্রভো! কালের সহিত কার্য্যেরও গতি বিধি হইয়া থাকে, এই দেখুন, সামান্য দিনের মধ্যে কত কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া গেল। আর যে সকল কথা উল্লেখিত হইতেছে, তাহাও কাল সহকারে কার্য্যোপলক্ষে হইতেছে, এ সময়ে এরূপ কথা আলোচ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ের সমস্ত মীমাংসা হইবে না, তাহা সময়ানুসারে স্থগিত রাখা উচিত।

গুরু। জটিল বিষয় যতই উত্থাপন করিবে, ততই তাহার সহজ প্রণালী বিশদরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবে। বাস্তবিক কৃষিবিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও নানা বিধ শাস্ত্রীর কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেবল চাষার ন্যায় চাষ করিলেই যে, কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করা যায়, এ কথা ভ্রান্তিমূলক ও যুক্তি নির্ব্বজ্জিত।

শিষ্য। আপনি যে সকল কথা উত্থাপন করিতেছেন, উহা সঙ্গত হইলেও এক্ষণে স্থগিত রাখা বিধেয়, কারণ সকলের রুচি সমান নহে। পার্শ্বস্থ অন্যান্য শ্রোতাগণ হয় ত বলিতে পারেন যে, ইহারা "ধান্ ভান্তে শিবের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।"

গুরু। বেশ বলেছ বাপু! তবে যে সকল আবাদের বিষয় বলিতেছিলাম, উপস্থিত তাহাই বলি শুন। বিদেশীয় এক রকম লায়মা বিনের আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। লায়মা বিন কি প্রকার?

গুরু। লায়মা বিন এক রকম উৎকৃষ্ট অ্যামেরিকান সিম।

শিষ্য। উহার বীজ কোথায় উৎপন্ন হয় প্রভো?

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

LIMA BEAN.

লায়মা বিন।

(লায়মা নামক সিম।)

গুরু। ইহার বীজ সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

শিষ্য। দেব! অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও এ দেশীয় বীজের সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। প্রভেদ এই যে, অ্যামেরিকার বীজ বপন করিলে গাছগুলি বেশ তেজস্কর হইয়া উঠে, আর এ দেশীয় বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, উহা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, ফল অনেকাংশে ছোট ও সংখ্যায় কম হয়, এবং আস্বাদনও তত ভাল হয় না।

শিষ্য। লায়মা বিনের চাষ করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালীতে করিতে হয়?

গুরু। এ সকলের চাষ করা সহজ হইলেও, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন, যাহাই হউক যে প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছি।

শিষ্য। যে কার্য্যই হউক না কেন, কার্য্যে পরিণত হউক আর নাই হউক, শ্রুত হওয়া কি শিক্ষা করা অন্যায় কার্য্য নহে, কেননা জানা থাকিলে, কোন সময় না কোন সময় সেই কার্য্য উপস্থিত হইলে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে।

গুরু। তবে যদি নিতান্তই লায়মা বিনের চাষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে শুন প্রায় সকল মাটীতেই ইহার চাষ করিতে পার, কিন্তু সামান্য উচ্চ এবং বালুকাময় জমিতে চাষ করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। ইহার আবাদ করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ॥০ অর্দ্ধ মোণ বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাস, প্রতি মাহায় তিন বার ফি বারে দোয়ার (অর্থাৎ মোট ১২বার) ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে। কিন্তু যে জমিতে মাল অধিক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইবে না; তাহাতে ১২ চাষের স্থলে কিছু কম দিলেও চলিতে পারে। পরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে বিঘাভুই ২০ মোণ গোময় সার ব্যবহার করিতে হইবে। আর ভেড়িরনাদি সার দিতে হইলে ১৫ মোণ দিতে

হয়। কথিত দুই প্রকারের সারের, এক প্রকার ছড়াইয়া একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া সারেতে মাটীতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা আবশ্যক। পরে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দেওয়া বন্ধ রাখিয়া, কার্ত্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণ মাহার প্রথমে (অর্থাৎ বর্ষা অন্তে) ঐ জমিতে লাঙ্গল দ্বারা ২।৩ বার চাষ দিয়া রীতিমত মই দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে প্রস্থে ৩ হস্ত অন্তর অন্তর ঢালুবাগে দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ আসপাশের মাটী চাঁচিয়া এক একটি আইলমত করিতে হইবে। ঐ উভয় আইলের মধ্যে মধ্যে যে পটী জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা ৫।৬ অঙ্গুলির গভীরতায় পাতলা পাতলা একবার কোপাইতে হইবে। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে, দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে বীজ বপনের যো হইযাছে কি না, যদি রীতিমত যো হওযা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রস্থে এক হস্ত অন্তর অন্তর ব্যবধানে এক একটি দড়ি ফেলিয়া, ঐ দড়ির গায়ে গায়ে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি বীজ পুতিতে হইবে, কিন্তু বীজগুলি এমন ভাবে পুতিতে হইবে যে, যেন অধিক মাটীর ভিতর না যায়। এই রূপে যো বুঝিয়া বীজ বপন করিলে, বীজ সকল মাটীর রসে ভিজিয়া ৪।৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। আর খোষ্মা যোয়ে বীজ বপন করিলে আরও ৪।৫ দিন বেশী বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। এবং ভবিষ্যতে অন্য প্রকার অনিষ্টও ঘটিতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি সময়ে সময়ে যে এক একটী কথা ব্যবহার করেন, তাহা সাধারণতঃ প্রচলিত নহে, কেননা খোষ্মা যো কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি যে সময়ানুসারে এক একটি কথা ব্যবহার করি, তাহা তুমি কেন অনেকেই বুঝিতে সক্ষম নহে, কারণ চাষাড়ে কথা চাষারাই ভালরূপে বুঝিতে ও বলিতে পারে, তবে যাঁহারা নিয়তই চাষাদের নিকটে থাকিয়া কৃষিকার্য্য কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ রূপ সামান্য ভাষার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। তুমি এ বিষয়ে নূতন ব্রতী, সুতরাং উক্ত কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না, তবে যদি চাষাদেরসহিত কিছুদিন থাকিয়া উক্ত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে ঐ কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক, খোস্থা য়ো কাহাকে বলে তাহা বলিয়া দিতেছি। ক্ষেত্র এককালে নিরস না হইয়া যৎসামান্য রস থাকিলে, তাহাকে খোস্থা যো কহে। তাই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, বিনের বীজ পুতিবার অগ্রে যেন, ক্ষেত্রের খোস্কা যোয়ে বীজ পোতা না হয়। কারণ, বিনের বীজ জমির রসে ভিজিয়া অঙ্কুরিত হইলে, রীতিমত চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর খোস্থা যোয়ে বীজ পুতিয়া তাহাতে জল দিলে ভবিষ্যতে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো! গোলযোগ উপস্থিত হইবার কারণ কি?

গুরু। বিনের বীজ মাটীর রসেতে ভিজিয়া যদি অঙ্কুরিত না হয়, তাহা হইলে জল ব্যবহার করিলেও অঙ্কুরিত হইবে না। এ জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'বর্ষা অন্তে বিনের আবাদ করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আমি শুনিয়াছি যে, বিনা জলসিঞ্চনে

অনেকানেক বীজের চারা বাহির হয় না, কিন্তু বিনের বীজে জল না দিলেও যথা সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়, তাহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। হাঁ, অনেকানেক বীজ ঐরূপ শুষ্ক মাটীতে জল ব্যবহার করিয়া অঙ্কুরিত করা যায় বটে, কিন্তু বিদেশীয় বিনের বীজে জল দিলে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, কারণ এই যে, যে সকল বীজের খোসা পাতলা ও শাঁস মোটা তাহারা জল পাইলে পচিয়া নষ্ট হয়। বিনের বীজ তৎসমতুল্য বলিয়া জল ব্যবহার করা নিষেধ হইয়াছে।

তৎপরে বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে, এবং ঐ চারা ৪।৫ পাতাসমন্বিত দৃষ্ট হইলে, বিনের ক্ষেত্রে একবার ভাসা ভাসা কোদাল দ্বারা ১ বা ২ অঙ্গুলি গভির-তাল জমির মাটী খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং মাটীগুলি যেমন খোসা হইবে, তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! এ কথা আরও অনেকবার শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু ঐ মাটীগুলি যদি সমান করা না হয়, তাহা হইলে কি দোষ হইবে ?

গুরু। হাঁ, অপর সবজীর পক্ষে ঐরূপ মাটী খুঁড়িয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু বিনের গাছের গোড়া আল্‌গা রাখায় বিশেষ দোষ ঘটে। মাটী খুঁড়িয়া যদি ২।৩ দিন সমান না করিয়া অমনি ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে, বিনের পক্ষে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, কারণ, ছোট চারার গোড়ার মাটী একবার

খুঁচিয়া দিলে উপরের চাপা মাটী রৌদ্র পাওয়ায় চারা বলবান হইতে পারে না, সুতরাং মাটী উস্কাইয়া পুনর্ব্বার যদি সমান করা না হয়, তাহা হইলে, ঐ মাটী শুষ্ক হইয়া গাছের অনিষ্ট করিতে পারে, যে যেহু উহাতে সহজে জল ব্যবহার করা বিধেয় নহে।

শিষ্য। আপনি প্রতিবারেই বলিয়া থাকেন যে, জমি খুঁচিয়া রৌদ্র না খাওয়াইলে ফসলের কারিকিত হয় না ইহার পক্ষে বিপরীত বলিতেছেন কেন?

গুরু। ইহার পক্ষে বিপরীত ভাব বলিবার কারণ এই যে, জল প্লাবিতের পর জমির যো বাধিয়া দিতে হইলে জমি খুঁচিয়া মাটীগুলি হস্তদ্বারা সমান না করিয়া পুর্ব্বমত রাখিলে সমস্ত রৌদ্র ঐ উপরের খোঁড়া মাটীতে লাগে, তাহাতে নিম্নের মাটীতে রৌদ্র লাগিতে পারে না, সুতরাং মাটীও বেশ রসাল থাকে। অতএব উক্ত নিয়মে মাটী না খুঁড়িয়া দিলে গাছের গোড়ার মাটী শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। খোচড়াইয়া দিলে আর নিম্নের মাটী শুষ্ক হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, খোঁচড়ানমাটীগুলি তৎক্ষণাৎ সমান করিয়া দিলে নিম্নের রস উপরদিকে ধাবিত হয়, এবং উদ্ভিজ্জ উহাতে আরাম পায়,—বিশেষ ঝিনের গাছের পক্ষে এইরূপ প্রণালী সর্ব্বতোভাবে খাটিতে পারে, কারণ ঝিন গাছে বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করা বিধি নহে, বাস্তবিক ঝিনের আবাদ মাটীর রসে রসে করিলে ভাল হয়, তবে যখন ক্ষেত্রের মাটী একেকালে শুষ্ক বোধ হইবে, সেই সময় একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়—নতুবা নহে।

শিষ্য। বিনের আবাদের বিষয় যাহা শ্রুত হইলাম, তাহা আমার পক্ষে কতকটা সহজ বলিয়া বোধ হইল।

গুরু। এক রকম সহজ, আবার এক রকম কঠিন বলিলেও বলা যায়, বিনের চাষ করা এক জন পাকা চাষির কর্ম্ম, কারণ বিনা জলে ও অনেক কৌশল করিয়া বিনের চাষ করিতে হয়?

শিষ্য। বিনের ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করিলে, তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। বিনের চাষ যত শিশিরের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ততার উপর করা হয়, ততই ভাল। আর জল সিঞ্চন করিলে গাছ হটাৎ বৃদ্ধি (অর্থাৎ লম্বা হইয়া পড়ে) এবং ফলও অপেক্ষাকৃত কম জন্মায়; এবং পাতাগুলি নিস্তেজ হওয়ায় ঝুড়ে মারিয়া এক রকম কোঁকড়া কোঁকড়া (বিশ্রী দৃষ্ট হয়।

শিষ্য। ঐ সময়ে হটাৎ যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে কি হইবে প্রভো!

গুরু। বিনের গাছ যখন ছোট অবস্থায় থাকে, সেই সময় বৃষ্টি হইলে তত হানি হয় না, কিন্তু এক হস্ত কি দুই হস্ত বড় অবস্থায় বৃষ্টি হইলে, বিশেষ ক্ষতি হয়, (অর্থাৎ ফুল ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে)। আর এককথা,—যদি ঐ সময় পূর্ব্বে বাতাস হয়, তাহা হইলে, কফির চারা প্রস্তুত করিবার সময় যে মেড়ি নামক পোকার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেই পোকা গাছে ধরিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। যদিও বিন গাছের পক্ষে ঐ রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত

হয়, তবে তাহা নিবারণের একটা উপায়ও আপনি বলিয়াছিলেন ত?

গুরু। হাঁ, তাহাই বৈকি! তবে ক্ষেত্রময় সেই ঔষধির ব্যবস্থা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, সামান্য হাপরের চাবায় পোকা ধরিলে, জলে হিং গুলিয়া ছড়া দিলে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়, ইহাতেও তাহাই ব্যবস্থা, তবে বেশী জমি বলিয়া অসুবিধা, তা কি করা যাইবে! এইরূপ নানাবিধ দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যদি বিনের আবাদ ভালরূপ হয়, তাহা হইলে খরচ বাদে বিঘা ভুঁই ৬০।৬৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। বিন কয় প্রকার আছে গুরু!

গুরু। ৮।১০ প্রকার আছে।

শিষ্য। সর্ব্ব প্রকারের আবাদ কি এই প্রণালীতে করিতে হয়।

গুরু। না, না, প্রত্যেক বিনের আবাদ পৃথক্ পৃথক্, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, না হয় আর এক সময় একটা বলিব।

শিষ্য। তবে আর কোন রকম আবাদের বিষয় এক্ষণে বলিবেন কি?

গুরু। ইচ্ছা ত আছে যে, দার্জ্জিলিং মাউণ্টেন বাঁধাকফির আবাদের বিষয় বলিব, তাহা এ সময় শুনিতে কি ইচ্ছা কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই বলুন।

ইতি নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

LARGE LATE MOUNTAIN CABBAGE.

লার্জ লেট মাউণ্টেন ক্যাবেজ।

(দেরিতে হইবার (মাউণ্টেন) বৃহৎ বাঁধাকফি।)

গুরু। ইহার বীজ অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে জন্মিয়া থাকে, এবং কফিগুলিও সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় হয়, তজ্জন্য ইহার নাম মাউণ্টেন বাধাকফি হইয়াছে।

শিষ্য। ইহা কি লার্জ ড্রমহেড কফি অপেক্ষাও বড় হয়?

গুরু। হাঁ, উহা অপেক্ষাও কিছু বড়। কিন্তু ড্রমহেড কফি যেমন সময়ে অর্থাৎ শীঘ্র তাল বাঁধে, ইহা তদ্রূপ নহে—এমন কি ড্রমহেড কফি যখন প্রায় শেষ হইতে দেখা যায়, তখন ইহা তাল বাঁধিতে উপক্রম করে সুতরাং তাঁহাতেই বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর এককথা,—দক্ষিণে বাতাস হইতে আরম্ভ হইলেই ভালরূপ তাল বাঁধিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! দক্ষিণে বায়ুতে সকলই স্নিগ্ধ ও সবল হয়, কি জীব জন্তু কি কীটপতঙ্গ কি উদ্ভিজ্জাদি সকলই মলয় পবন স্পর্শ করিয়া যেন নূতন কলেবর ধারণ করে, বোধ হয় উক্ত কফিও ঐ বায়ু স্পর্শন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে, এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। লেট-মাউণ্টেন কফির চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৫ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং আবাদের জন্য যে মাটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে, তাহা যেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং কড়া-এটেল ও দোদ মাটী হয়।

শিষ্য। আপনি যে দুই প্রকার মাটীতে উহার চাষের ব্যবস্থা করিলেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন মাটীতে কি উহার আবাদ হইতে পারে না?

গুরু। হাঁ, সকল মাটীতেই উহার আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ দুই প্রকার মাটীতে যেমন ভাল হয়, তেমন অন্য প্রকার মাটীতে হয় না। আর লার্জ্জ ড্রমহেড কফির চাষের ব্যবস্থা যে প্রণালীতে বলা হইয়াছে, যথা,—ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাস প্রতি মাসে দুই পক্ষ দোয়ার সমেত ৪ চারিবার জমিতে চাষ দেওয়া, হাপর তৈয়ারী চারা প্রস্তুত, ক্ষেত্রের ঢাল মামনো, ডাঁড়া তোলা, খুবী কাটা, চারা উত্তোলন ও রোপণ গাছে ২য় বার ছোপ খইল দেওয়া, খইলের পরিমাণ, চারার গোড়া খুঁচিয়া দেওয়া, ডিউনি জল দেওয়া, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া, জল-সিঞ্চন ইত্যাদি সকল বা ায়ই, ঠিক তদ্রূপ করিতে হইবে, আর ড্রমহেড বাঁধাকফিতে যেমন ৭।৮ বার জল সিঞ্চন করিলেই খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ, কিন্তু ইহাতে উহা অপেক্ষা আর একবার অতিরিক্ত জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! ড্রমহেড কফির আবাদের সহিত ইহার আবাদের কোন পার্থক্য দেখিলাম না, কিন্তু ইহাতে অতিরিক্ত আর একবার জলসিঞ্চন করিতে হইবে কেন?

গুরু। ইহাতে শেষে একবার জল সিঞ্চন করিলে, কফি-গুলি বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর মাটী শুষ্ক হইলে কফিগুলির নিম্নের অধিকাংশ পাতা ক্রমশঃ শিথিল হয়, শেষ অবস্থায় একবার জল পাইলে পাতাগুলি শুষ্ক হইবার আর কোন কারণ

থাকে না, এবং কফিগুলি স্বতেজে থাকিলে আস্বাদনও সমভাব থাকে।

শিষ্য। যদি ঐ সময়ে হটাৎ বৃষ্টি হয়, তবে তাহাতেও ত উপকার হইতে পারে?

গুরু। এক রকম উপকার হয় বটে, কিন্তু বিদেশীয় কফি ইত্যাদির পক্ষে তত উপকার হয় না, বরং অপকার হয়।

শিষ্য। বৃষ্টিতে উপকার হয়, এবং অপকারও হয়, তাহার কারণ কি প্রভো!

গুরু। সময়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাক শবজীর পক্ষে হানি হয়. কারণ ফাল্গুন মাসে এই কফি পুর্ণতা লাভ করে, এ সময় দক্ষিণে বায়ু নিয়তই প্রবাহিত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তৎসম্বলিত জলেরও আবির্ভাব হয়, ঐ জলের পর্রে যে দক্ষিণে বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতেই কফিতে একটা বদগন্ধ উপস্থিত হইয়া আস্বাদন দূরীভূত করিয়া ফেলে। আর যদি বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, কফি, ছালাদ ইত্যাদিতে পোকা ধরিতে থাকে। বিট সালগমের পাতায় পোকা ধরিয়া যদিও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু পাতাগুলিকে একেবারে কুৎসিত করিয়া ফেলে। আর এক কথা,—ঐ বৃষ্টি বশতঃ মাটীতে বেশী পরিমাণে রস থাকিলে, শেষ অবস্থায় উক্ত শাকশবজীর আস্বাদন কম হইয়া যায়।

পরে. ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধাংশ গত হইলে, ক্ষেত্রে যে সমস্ত কফি থাকিবে, তাহাদিগকে বিচালী কিম্বা কলার ছোটা দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ সময় বন্ধন না করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধাংশের পর দক্ষিণে বাতাস বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ঐ বায়ু কফির ভিতরে প্রবেশ করিলে কফির আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায় ও পাতাগুলিও একটু কড়া ধাতের হইয়া পড়ে।

এই রূপে মাউণ্টেন কফির আবাদ করিলে, খরচ বাদে বিঘাভুঁই প্রায় ১২৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! মাউণ্টেন কফির আবাদের বিষয় শ্রুত হইয়া, যার পর নাই সুখী হইলাম। কিন্তু আপনি যে বারমাসের তালিকায় অনেক রকম মূলার কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল মূলার আবাদ কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। সমস্ত মূলার বিষয় বলিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। তবে দুই একটির বিষয় যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, না হয় আমনে বড় মূলার কথাটা বলি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই বলুন।

ইতি দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

COUNTRY RADISH.

কণ্ট্রি র‍্যাডিস্।

আমনে বড় মূলা।

গুরু। ইহার বীজ সকল স্থানেই অপরিমিত জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু বীজগুলিকে তৈয়ারী করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

শিষ্য। এ প্রদেশে সচরাচর মূলার আবাদ ত অনেক লোকেই করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বীজ কোন্ স্থান হইতে আনয়ন করে?

গুরু। অনেকেই মূলার আবাদ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অপর অপর স্থান হইতে বীজ আনাইয়া চাষ করে।

শিষ্য। মূলার বীজ কোন স্থান হইতে আমদানি হয়?

গুরু। উহা অনেকস্থান হইতে আমদানি হয়। কিন্তু স্থান বিশেষের বীজে, মূলার রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পাটনা বাঁকিপুর হইতে যে বীজ আমদানী হয়, তাহার মূলা বেশী পরিমাণে লম্বা হয় না, অর্দ্ধ হস্ত কি ২॥ পোয়া হইয়া থাকে, এবং অধিক মোটাও নহে—বর্ণ ঈষৎ সফেদ। আর মেদিনী পুরের অন্তঃপাতি জাড়া এবং মাণিককুণ্ডু হইতে যে বীজ আমদানি হয়, তাহার মূলা দেখিতে সুন্দর, উপরের অংশ ঈষৎ লাল ও নিচের অংশ সফেদ, এবং ১ হস্ত কি দেড় হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঐ মানান মত মোটাও হইয়া থাকে আর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলি কাঁথি ও এগরা মাজনা মোকামের বীজের মূলাও খুব প্রসিদ্ধ, যেমন দীর্ঘাকার, তেমনি মোটা ও সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাদন ভাল। আর হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ স্থানের বীজে খুব বড় মুলা হইয়া থাকে। এইরূপে যে যে স্থান হইতে মূলার বীজ আমদানি হয়, সকল স্থানেই বীজ তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু জাড়া কাঁথির, ও এগরার কৃষকেরা মূলার বীজ যে প্রণালীতে তৈয়ারী করিতে সক্ষম হয়, (অর্থাৎ ভালরূপ জানে) অন্য দেশীয় কৃষকেরা তদ্রূপ সক্ষম নহে, (অর্থাৎ ভালরূপ জানেও না)।

শিষ্য। স্থান বিশেষে যে মূলার বীজ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হয়, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, যাহা হউক একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থানে যে সকল মূলার বীজ তৈয়ারী হয়, সমস্তই কি বড় মূলার বীজ?

গুরু। বড় মূলার বীজ হইলেই যে তাহাতে বড় মূলা জন্মিবে তাহা নহে, কারণ, উহা তৈয়ারী করার তাৎপর্য্যতেই মুলা গুলি ছোট, বড় মাঝারি ও কেবল শাক জন্মিয়া থাকে। আর আউস ও আমন এই দুইটি জাতি মূলা পৃথক্ রূপ আছে।

শিষ্য। আপনার নিকট কৃষিবিষয় যাহা যাহা শ্রুত হই, তাহা সমস্তই আমার পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এক্ষণে মূলার বীজ কি প্রণালীতে রক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহাতে কোন দোষ ঘটে না এবং ভাল মূলা হয় তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হাঁ, মূলার বীজ রক্ষার প্রণালী নূতন রকম এবং অতিশয় কঠিন বলিলেও বলা যায়। ইহার চাষ করিতে হইলে অগ্রে বীজ রক্ষার প্রণালী শিক্ষা করা উচিত। অতএব যে মূলা গাছে, বীজ রক্ষা করিতে হইবে, তাহাকে প্রথম হইতেই চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে মাঘ মাসে দেখিতে হইবে যে, ঐ চিহ্নিত গাছগুলিতে ফুল হইবার উপক্রম হইয়াছে কি না, যদি ফুল হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন বেশ বুঝিতে পারা যায়, তবে যে স্থানে হাঙ্গা দেওয়া হইবে, সেই স্থানটি নির্ণয় করিয়া পরিষ্কৃত রূপে হাঙ্গার উদ্‌যোগ করিতে হইবে।

শিষ্য। ফুল হইবার উপক্রম কি রূপে বুঝা যাইবে?

গুরু। তাহার সঙ্কেত এই যে, ফুল হইবার পূর্ব্বাহ্নে মূলার

পাতাগুলি ক্রমশঃ ছোট ছোট হইয়া আইসে, এমন কি ১ অঙ্গুলি বা ॥ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ছোট হয়।

তৎপরে যে ঘরে হাঙ্গা দেওয়া হইবে, সেই ঘরে সচরাচর সাধারণ লোককে যাইতে দেওয়া নিষেধ, কেননা অনাচারে গাছ সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া শুদ্ধাচারী লোক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে পারিবেক না। তৎপরে সেই ঘরের মেজেতে বেশ ডাঁসা বালি ২ বা ৩ অঙ্গুলি ছড়াইয়া হাঙ্গার স্থান প্রস্তুত করত ঐ ক্ষেত্রের চিহ্নিত মুলীগুলির বড় বড় পত্র সমস্ত ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট ডগার পত্র এবং মূলা ১ বা ২ অঙ্গুলি পরিমাণ ভাল ছুরী বা কাস্তে দ্বারা কাটিয়া লইয়া, ঐ বালুকা বিস্তৃত স্থানে ঠিক সোজা ভাবে পরস্পর সংলগ্নে (অর্থাৎ গায় গায়) হাঙ্গা বা কাঁড়ী দিতে হইবে।

শিষ্য। হাঙ্গা ও কাঁড়ী কাহাকে বলে, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। কোন গৃহে বা আচ্ছাদিত স্থানে যে সকল গাছ ঈষৎ কাইত ভাবে পরস্পর গায়ে গায়ে উর্দ্ধদিকে খাড়া করিয়া রাখা হয়, তাহাকে হাঙ্গা ও কাঁড়ী দেওয়া বলে।

এইরূপে হাঙ্গা দিবার দুই দিবস পরে কুঁচী দ্বারা সামান্য জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। কুঁচী কাহাকে বলে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। একমুটা উলুখড় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ কর্ত্তন করিয়া ছোট খেংরার মত বাঁধিয়া জল দিলে ঐ খেংরাকে কুঁচী বলে। কিন্তু এমন ভাবে জল ছিটা দিতে হইবে যে, কেবল মাত্র মুলার পত্র এবং গাত্র ধৌত হয় নীচের সমস্ত ডালি না ভিজে।

শিষ্য। যদি অসাবধানতা বশতঃ বেশী জল দেওয়াতে সমস্ত বালি ভিজিয়া কাদা হয়, তাহা হইলে বিশেষ কি কোন দোষ ঘটিতে পারে?

গুরু। বেশী জল দিলে, হানি যদি না হইবে, তবে কুঁচি দ্বারা সামান্য জল দিবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন কি! বাস্তবিক ঐ রূপ অবস্থায় বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করাতে যদি নিম্নের বালি কর্দ্দম হয়, তাহা হইলে, ক্রমশঃ পচা ধরিয়া মূলা সকল নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে হাপ্গা দেওয়া ঘরের দরজা এবং জানালা প্রাতেঃ ১০টা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়া ঐ ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হইবে। পুনর্ব্বার ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়া রাত্রিযোগে বন্ধ রাখিতে হইবে, কারণ, দিবাতে সূর্য্যোত্তাপে গরম বায়ু ও রাত্রিরে শিশির ঐ হাপ্গা দেওয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, বীজের পক্ষে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বায়ু ঐ হাপ্গা দেওয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বীজের পক্ষে অনিষ্ট হয়, কিন্তু শিশিরে ত উপকার হইতে পারে!

শিষ্য। বৎস! শিশির ও জল, অনেক উদ্ভিজ্জের জীবন স্বরূপ, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু মূলার বীজের পক্ষে তাহা নহে—এ স্থলে সুধাকে বিষ বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জল ব্যবহার করা হইলে ৪।৫ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, মূলা গাছের ডগায় যে ২।৩টি ছোট ছোট পাতা আছে, তাহার মধ্যে ১।২টি পাতা

হরিদ্রাবর্ণ হইয়া আসিতেছে কি না, যদি হরিদ্রাবর্ণ দৃশ্য হয়, তাহা হইলে, ঐ দিবস পুনর্ব্বার ঐ উলুখড়ের কুঁচি দ্বারা সামান্য জল দিতে হইবে। এইরূপে জলের ছিটা দেওয়ার পর ২।৩।৪ দিনের মধ্যে ফুলের কুঁড়ি বাহির হয়, এবং ঐ কুঁড়ি ৩।৪।৫ অঙ্গুলি বাহির হইলে, পুনর্ব্বার উহাতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সামান্য জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ৮।১০ দিন গত হইলে, সমস্ত ফুলের শীষ কোনটি ১ হস্ত, কোনটি ১। শওয়া হস্ত, কোনটি ১॥ হস্ত উর্দ্ধে যখন লম্বা হইবে, সেই সময় একবার ঐ কুঁচি দ্বারা বেশী পরিমাণে জলের ছিটা দেওয়া বিধেয়, কারণ আর মাসাবধি উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। ফলকথা, ফুলগুলি ফুটিতে আরম্ভ হইলে, উহাতে জল ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

শিষ্য। ঐ রূপ অবস্থায় আর জল ব্যবহার করিতে হইবে না, ইহার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই যে, ফুলগুলির ঐ অবস্থায় বিন্দু মাত্র জল উহার ভিতর প্রবেশ করিলে, তাহার রেণু সমস্ত ঝরিয়া যায় তাহাতে ঐ ফুলে আর বীজ উৎপন্ন হয় না। তৎপরে ঐ সমস্ত ফুলে রাই সরিষার শুঁঠীর ন্যায় অপরিমিত শুঁঠী ধরিতে থাকে, তন্মধ্যে একটি কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত গাছে শুঁঠী না ধরিবে, ততদিন কেবল উল্লেখিত ঘরের দরজা, জানালা সমস্ত দিন খুলিয়া রাখিতে হইবে, কারণ ঐ অবস্থায় উহাতে কিঞ্চিৎ নির্ম্মল বায়ু লাগিলে ভাল হয়। তৎপরে শুঁঠী ধরা অবস্থায় পূর্ব্বমত আর একবার বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করা উচিত, এবং যাহাতে সর্ব্বদা নির্ম্মল বাতাস উহাতে লাগিতে

পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে ২।৩।৪ দিবস অন্তর একএক দিন আবশ্যক মত জল ব্যবহার করা উচিত। এইরূপে শুঁঠী ধরা সময় হইতে মাসাবধি গত হইলে, সমস্ত বীজ পরিপক্ক হইতে থাকে, কিন্তু শুঠীঁগুলি যখন উত্তোলন করিতে হইবে, সেই সময় যেন সমস্ত এককালে তোলা না হয়, কারণ এককালে সমস্ত শুঁঠী উত্তোলন করিলে উহাতে কাঁচা পাকা সমস্ত একত্রিত হইতে পারে, তজ্জন্য ভিন্ন বার করিয়া তুলিলে রীতিমত কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু, ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে এই যে, প্রথমবার বীজ উত্তোলন যে দিবস করা হইবে, ২য় বার উত্তোলন তাহার ৮ দিবস পরে করিতে হইবে, যেমন ২য় বার ১ম বারের ৮দিবস পরে হইল, তেমনি ৩য় বার উত্তোলন ২য় বারের ৮ দিবস পরে করিলে আর কাঁচা পাকায় মিশ্রিত হইতে পারে না।

শিষ্য। প্রভো! মূলার বীজ রক্ষার প্রণালী যে এরূপ গুরুতর, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, আপনার অনুগ্রহে সমস্তই অবগত হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে মূলার আবাদের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। মূলা আমাদিগের দেশীয় তরকারীর মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু অতিশয় তদ্বিরে মূলার আবাদ করিতে হয়। ইহার চাষ করিতে হইলে, প্রতি বিঘায় ।৷॰ অর্দ্ধ সের পরিমাণে বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। দো-আঁস ও পলি মাটীতে ইহার আবাদ ভাল হয়। আর এক কথা, ইহার আবাদের জন্য যে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে, সেই জমি খানি বায়ুসেবে হওয়া চাই। তৎপরে মাঘ মাসের প্রথম হইতে উক্ত জমিতে

১ বা ১। শওয়া হস্ত গভীরতায় প্রতিমাসে ৩ বার কি ৪ বার বাই লাঙ্গলে চাষ দিয়া সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ঐ জমিতে পচা গোময় সার ৫০ মোণ ছড়াইয়া দিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত চাষ দেওয়া বিধি। শ্রাবণ মাসে যখন ঘোর বর্ষা আরম্ভ হইয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ঐ সময়ের মধ্যে জমিতে আর চাষ দিবার আবশ্যক নাই। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিনমাস জমিতে চাষ দেওয়া বন্ধ রাখা প্রযুক্ত যে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে এই যে, ঐ বর্ষা তিন মাসের মধ্যে কোন কোন সময়ে একেবারে ১০।১৫ দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে উচ্চ জমি সমস্ত যদি গ্রীষ্ম কালের ন্যায় শুষ্ক বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ সময় লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিলে কোন হানি হয় না, বরং ঐ রূপ অবস্থায় জমিতে চাষ দিলে বিশেষ উপকার হয়, এবং যে দিবস জমিতে লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হইবে সেই দিবসই চাষ দেওয়ার পর একপালা কি দুইপালা মই দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিতে এরূপ অবস্থায় মই দেওয়ার কারণ এই যে, মই না দিয়া কেবল চষিয়া রাখিলে, তাহাকে গলন জমি বলা যায়, সুতরাং বৃষ্টি হইলে গলন জমি বলিয়া অধিক জল শোষণ করিতে থাকে, এমন কি চষা অবস্থায় জমির জল সমস্ত জমিতেই শুখাইয়া যায়। ফলকথা এই যে, এই সময় যদি বেশী পরিমাণে জল জমিতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে বীজ বপনের যো (অর্থাৎ মাটী ঝর ঝরে হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে)।

শিষ্য। দেব! কার্ত্তিক মাসে যদি উক্ত কারণ বশতঃ জমিতে বীজ বপনের যো (অর্থাৎ মাটী ঝর্ ঝরে না হয়), তাহা হইলে, কোন দোষ ঘটিতে পারে কি না?

গুরু। বীজ বপন কালে মাটী যদি রীতিমত ঝর্ঝরে না হয়, (অর্থাৎ তাহাতে বেশী পরিমাণে রস থাকে) তাহা হইলে, অতি সত্বরে এমন কি ২।৪ দিনের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ চারা যেমন বড় হইতে থাকে, তৎসঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের বায়ু প্রযুক্ত ক্ষেত্রের মাটীও টানিয়া যাইতে থাকে; শৈত্য বশতঃ মাটী যত আঁটিয়া যায়, ততই চারাগুলি ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া মারা পড়ে। সেই জন্ত সাধারণতঃ একটি কথা আছে এই যে, "মূলার জমি তূলা"।

শিষ্য। প্রভো! যদিও আমি আপনার শ্রীমুখাৎ কৃষিসম্বন্ধীয় অনেক কথা ইঙ্গিতে শ্রুত হইয়া তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহা স্মরণ থাকে না, কারণ এই যে, কার্য্যো-পলক্ষে যে কথা উত্থাপিত হয়, সেই কার্য্য উপস্থিত না হইলে সেই কথা স্মরণপথে সমারূঢ় হয় না। কার্য্যের সহিত বাক্যের যেরূপ ঘনিষ্টতা, বাক্যের সহিত কার্য্যেরও সেইরূপ ঘনিষ্টতা, অতএব আপনি যে "মূলার জমি তূলা" বলিলেন, কার্য্যোপলক্ষেই বলিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ কথাটি আপনার স্মরণ ছিল না—কার্য্যোপলক্ষেই স্মরণ হই-য়াছে। যাহা হউক প্রভো! উক্ত কথাটি যাহাতে আমিও বিস্মরণ না হই, তদ্বিষয়ে ভালরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। বৎস! উক্ত কথাটি প্রবচনের মধ্যে পরিগণিত, উহার ভাবার্থ প্রকাশ করিতে হইলে, উহার পরবর্ত্তী "তার"

কথাটি বসাইয়া দিয়া অর্থ করিতে হয়, (অর্থাৎ মুলার জমি তুলার ন্যায়) তাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, "মুলার জমি তুলা" ইহাতেও যদি ভাল রূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে আর একটি কথা বলি শুন। বীজ বপনের পুর্ব্বে জমিতে এমন ভাবে চাষ দিতে হইবে যে, একটি জলপূর্ণ কলসী ধপ্ করিয়া জমিতে বসাইলে, কলসীটি ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (অর্থাৎ যেন তুলার উপরে পড়িল। ফল কথা, জমি খানি যেন সকল সময় নরম জুতে থাকে।

এইরূপে জমি ঠিক হইলে যো বুঝিয়া প্রথমে একবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিতে হইবে। তৎপরে তাহাতে বীজ বপন করিয়া পুনর্ব্বার স্যাও লাঙ্গলে একবার পাতলা পাতলা ও ভাসা ভাসা চাষ দিয়া পরক্ষণেই দুই পালা মই দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আপনি এতদিন অনেক রকম চাষের কথা বলিয়া আসিলেন, কিন্তু স্যাও লাঙ্গলে ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইবে, এ কথা ত কখন উল্লেখ্ করেন নাই! কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইবার কথা বলিয়াছিলেন বটে, যাহা হউক এক্ষণে স্যাও লাঙ্গলে কিরূপে ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইবে, তাহা ভাল রূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। লাঙ্গল দ্বারা ভাসা ভাসা চাষ দেওয়ার পক্ষে অনেক রকম সঙ্কেত আছে, তাহা বলিতেছি শুন। কুড়োট করিলে স্যাও লাঙ্গলে ভাসা ভাসা চাষ দেওয়া হয়।

শিষ্য। কুড়োট ও স্যাও লাঙ্গল কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! লাঙ্গলখানি জুতিবার

সুময় অনেক তাগবাগ ও কল কৌশল করিয়া গোরু দুইটি বিবেচনা পূর্ব্বক ঠিকমত জুতিতে হয়। এবং যে পরিমাণে গভীর করিয়া জমিতে চাষ দিতে হইবে, সেই মত তাহার কৌশলও করা আবশ্যক। (অর্থাৎ গভীরভাবে চাষ দিতে হইলে) বাই লাঙ্গল এড়োট করিয়া জুতিতে হয়, এবং ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইলে) স্যাও লাঙ্গল কুড়োট করিয়া জুতিতে হয়। এড়োট এবং কুড়োট উভয়বিধই কৌশল বলিয়া দিতেছি। লাঙ্গলের ইস্-খানির ঠিক্ মধ্যস্থলে স্বাভাবিক মত জোল না বাঁধিয়া, ইসের উপরদিকে দশ আনা অংশে জোল বাঁধিয়া গোরু জুতিলে উহাকে বাই লাঙ্গল এড়োট জোতা বলে। আর ঐ ইসের মধ্য-স্থলে জোল না বাঁধিয়া নীচের দিকে ছয় আনা অংশে জোল বাঁধিয়া গোরু জুতিলে উহাকে স্যাও লাঙ্গল কুড়োট জোতা বলে। এই রূপে এড়োট ও কুড়োট করিয়া লাঙ্গল জুতিলে ইচ্ছামত ভাসা ও গভীরভাবে চাষ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! এত দিনের পর একটি কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কথাটি সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। কেননা, যে কথাই হউক না কেন, সময় গতিকে ভাবের তফাৎ হইয়া যাইতে পারে, অতএব কথাটি সঙ্গত হউক, আর নাই-ই হউক, আপনার অনুমতি ব্যতীত ব্যক্ত করা উচিত নহে।

গুরু। এমন কি কথা বাপু! যে তাহাতে তুমি এত ভাবাপন্ন হইতেছ! যদিও তোমার মনে কোনরূপ অসংলগ্ন ভাবের কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার জন্য আবার

নিকট শঙ্কিত হইতে হইবে না; আমি মুক্তকণ্ঠে অনুমতি দিতেছি যে, তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না।

শিষ্য। আমার বোধ হয়, আপনি নিজ হস্তে কখন লাঙ্গল জুতিয়া চাষ দিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে, ভদ্রলোককে স্বহস্তে লাঙ্গল জুতিয়া জমিতে চাষ দিতে নাই, কিন্তু আপনি যেরূপ লাঙ্গলের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন করিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে আপনি বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন। স্বহস্তে উক্ত কার্য্য না করিলে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে।

গুরু। বৎস্য! এই কথার জন্য তুমি এত সংকুচিত হইতেছিলে কেন? কথাটি প্রকৃত না হউক, অনুভব হইতেও পারে বটে, যাহা হউক, তুমি লোকের মুখে শুনিয়াছ যে, ভদ্রলোকে স্বহস্তে লাঙ্গল জুতিয়া জমিতে চাষ দিলে দোষ হয়, তাহা মিথ্যা নহে, সত্য কথা, কিন্তু কোন শাস্ত্রে নিষেধ নাই, তবে ভদ্রলোকের পক্ষে নিষেধ হইবার কারণ এই যে, ভদ্রলোকে শূন্যপদে মাঠের উপর গোরুর পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে যার পর নাই কষ্টের অনুভব করেন। আর সর্ব্বদাই গোরুর পশ্চাতে থাকাতে যদি কোন সময় একটি গোরু পশ্চাদ্দিকে স্বজোরে পদ চালনা করে (অর্থাৎ লাথি ছোড়ে) তাহা হইলে, ঐ লাথি ভদ্রলোকের দেহে লাগিলে, গুরুতর আঘাত লাগিতে পারে। তজ্জন্য ভদ্রলোকের পক্ষে উক্ত কার্য্য নিষেধ বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আর এক কথা, ভদ্রলোকের পক্ষে স্বহস্তে লাঙ্গল চালনা ও বড় বড় বৃক্ষে আরোহণ করা, বড়ই কঠিন কার্য্য, তবে যে

ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করে, তাহার পক্ষে সহজ হয়, নতুবা উক্ত কার্য্যবশতঃ বিপদে পতিত হইতে হয়। আর দেখ, গো একটি হিন্দুদিগের পূজ্য দেবতা স্বরূপ, তাহাকে কার্য্য গতিকে সর্ব্বদা প্রহার না করিলে চলেনা, সুতরাং তাহাই বা কি রূপে সম্ভব হয়? অতএব আমি যে উক্ত বিষয় ভালরূপ জ্ঞাত আছি, তাহা আশ্চর্য্য বোধ করিও না, নিয়তই শিক্ষা করিলে, যে কার্য্যই হউক না কেন, অবশ্যই তাহার ফল পাওয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! আমার মনো মধ্যে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। এক্ষণে পূর্ব্বে যাহা বলিতে ছিলেন, তাহাই বলুন।

গুরু। তদপরে ৫।৭ দিন বাদে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা সমস্ত বাহির হইয়া ২টি পাতা দৃষ্ট হইলে দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একবার নিড়ান দ্বারা ঘাসগুলি নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। বিষ্ণো! বিষ্ণো! কথায় কথায় একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছি বাপু!

শিষ্য। কি কথা প্রভো!

গুরু। যে জমিতে মূলার আবাদ করিতে হইবে ঐ জমির চতুঃপার্শ্বের জমি যেন পতিত বাচড়া না হয়।

শিষ্য। উহার আসপাশে যদি পতিত বাচড়া জমি থাকে, তাহা হইলে মুলার আবাদ কি হইতে পারে না?

গুরু। মূলার আবাদের চতুর্দ্দিকে যদি পতিত বাচড়া জমি থাকে, তাহা হইলে মূলার ছোট ছোট চারাগুলিকে রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে, কারণ বাচড়া জমিতে এক রকম

পতঙ্গ (ফড়িং) জন্মাইয়া থাকে। তাহারা নিকটবর্ত্তী মূলার গন্ধ পাইলে, দ্রুতগতিতে ক্ষেত্রে আসিয়া মূলার চারা সমস্ত কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে। যাহা হউক, মূলার চারাগুলি থুবী হওয়া দৃষ্ট হইলে একবার কোদাল দ্বারা ২ কি ৩ অঙ্গুলি গভীরতায় কোপাইয়া এক দিন কি দুই দিন অন্তে ঐ কোপান মাটীগুলি হস্ত দ্বারা কতক গুঁড়া করিয়া সমস্ত ক্ষেত্র ঢুলাইয়া সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! মূলার চারা থুবী হওয়া কিরূপ? তাহা আমি অণুমান করিতে পারিতেছি না।

গুরু। চারাগুলির ৫।৭।৮ পাতা বাহির হইলে, ক্রমশঃ থোবা মত হয় (অর্থাৎ বড় বড় গাছের প্রতি দূর হইতে দৃষ্ট করিলে গাছগুলিকে যেমন ছোট ছোট থোবামত দেখা যায়)। তদ্রূপ অবস্থাকে সাধারণে থুবী বলিয়া থাকে। তৎপরে ১৫।১৬ দিন গত হইলে, দেখিতে হইবে যে, চারাগুলি চাক ধরিয়া উঠিতেছে কি না, একথাটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, কেননা ছালাদ চারার সময় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক চাক ধরা দৃষ্ট হইলে, ঐ ক্ষেত্রে নিড়ান দ্বারা এক একটি গর্ত্ত করিয়া নিম্নের মাটী পরীক্ষা করা উচিত। যদি তাহাতে মাটী এককালে নীরস বোধ হয়, তাহা হইলে কার্য্য গতিকে একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়—নতুবা পারপক্ষে নহে।

শিষ্য। প্রভো! অপর অপর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মূলার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা এরূপ জড়তাভাবে বলিলেন কেন?

গুরু। এই মূলার ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করা কোনমতে বিধি নহে। হেমন্তের সময় শুষ্ক মাটীতে ইহার আবাদ করিতে পারিলে আস্বাদন ভাল হয়, এবং মূলার যে তীক্ষ্ণতা গুণটুকু আছে, তাহা সমভাব থাকে। আর মধ্যে মধ্যে জল ব্যবহার করিলে মূলার মূল অতিশয় প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু উল্লেখিত গুণ সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়।

শিষ্য। জল পাইলে মূলার আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায়, বাস্তবিক কথাটি সম্ভবতঃ, কেননা আমি অনেক সময় মূলা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, কোন কোন মূলা মিষ্টের সহিত ঝাল, কোন কোন মূলার ভিতরে কাপাসের মতন শুষ্ক, কোন কোন মূলা ইক্ষুর ন্যায় রসাল ইত্যাদি, তারতম্যের প্রভেদের কারণই ঐ, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বটে ; কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ বৃষ্টি হইলে মূলার পক্ষে ত বড়ই অনিষ্ট হইতে পারে !

গুরু। বৎস! দেব চরিত্রের কথা কেহই বলিতে পারে না, অসময়ে বৃষ্টিপাত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই ঘটে, তাহা হইলে সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়া পড়ে, কারণ সেঁচা জলে ও আকাশের জলে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ এই—কোন ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিলে ২।১ দিন পরে শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু আকাশের জল তদ্রূপ নহে—যে রূপই বর্ষণ হউক না কেন, তাহাতে মাটী এমন রসাল হয় যে, শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে না, এ কারণ মূলার ফুল শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে।

শিষ্য। মূলার ফুল শীঘ্র বাহির হইলে, তাহাতে কি কোন দোষ হয় ?

গুরু। দোষ হয় বৈকি! মূলার শীষ বাহির হইয়া, তাহাতে ফুল ধরিলে, ক্রমশঃ মূলা নিরস কাষ্ঠ প্রায় হয়, আস্বাদন পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না।

তৎপরে জল সিঞ্চনের পর মাটী ঝর্ঝরে বোধ হইলে, তাহাতে ১ বা ২ অঙ্গুলি গভীরতায় একবার কোদাল দ্বারা উপর উপর অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোপাইয়া ২।১ দিন অন্তে ঐ কোপান মাটীগুলি হস্ত দ্বারা সমান করা আবশ্যক; এবং ঐ সময়ে মূলাতে পাকা, পচা ও ঝোলা পাতা যাহা থাকিবে, তাহা হস্ত দ্বারা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করা উচিত। এইরূপে সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে ৮।১০ দিন পরে মূলা সকল রীতিমত ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার আবাদের জন্য যাহা খরচ করা হয়, তদ্বাদে বিঘা প্রতি প্রায় ৬০।৬৫ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! মূলার বিষয় যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতীব হিতজনক। এক্ষণে অন্য কোন রূপ আবাদের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে এক রকম পাটনাই পিয়াজের বিষয় বলি শুন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

LARGE RED PATNA ONION.

লার্জ রেড পাটনা অনিয়ন।

পাটনাই লাল বড় পিয়াজ।

গুরু। ইহার বীজ পাটনা ও বাকীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার আবাদ করিতে হইলে পোলি ও সরাণি-বালুকাময় জমি ঠিক করিয়া বিঘাভুই ১০ ভরি বীজের ব্যবস্থা করিতে হয়। বালুকাময় জমিতে ইহার আবাদ যেমন ভালরূপ হয়, অন্য প্রকার জমিতে তদ্রূপ হয় না। ঐ জমিতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিনমাস লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া রাখা উচিত। পরে শ্রাবণ মাসে ঐ ক্ষেত্রে পচা গোময়সার ৩০ মোণ এবং সরিষা বা তিসির খইল দিতে হইলে, ১২ মোণ ছড়াইয়া দুইবার চাষ দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে সারেতে মাটীতে রীতিমত মিশ্রিত হওয়া বোধ হইলে, তাহার উপর পাতলা পাতলা একপালা মই দিয়া রাখিতে হইবে।

শিষ্য। একপালা মই দেওয়া কাহাকে বলে, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

গুরু। একবারকে, একপালা কহে। দুইবারকে, দুইপালা কহে।

পরে আশ্বিন মাসের শেষে কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বীজ বপনের জন্য ২॥ হস্ত প্রস্থে এবং ৫ হস্ত দীর্ঘে একটি বাপর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে টানা

আইলমত বাঁধিয়া, মধ্যস্থলটি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তাহাতে কলসী করিয়া জল দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে যে, সমস্ত মাটী যেন নাড়া চাড়া করিলে দধির ন্যায় কর্দ্দম হইয়া পড়ে। এবং ঐ কাদা হস্ত দ্বারা বেশ সমান করিয়া তাহাতে কথিত ১০ ভরি বীজ বপন করিতে হইবে। তৎপরে দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি কর্দ্দমের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি না, যদি প্রবেশ না করিয়া থাকে তবে পরক্ষণেই সামান্য গুড়া মাটী দ্বারা বীজগুলি ঢাকা দেওয়া আবশ্যক। গুড়া মাটী দেওয়া হইলে পুনর্ব্বার উহার উপরে বোমা বা হস্ত দ্বারা জলের ছিটা দিয়া মাটীগুলি কর্দ্দমের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! অনিয়নের বীজ কর্দ্দমে বপন না করিলে চারা বাহির হয় না কি?

গুরু। অনিয়ন বীজ কর্দ্দমে বপন না করিয়া, ঝুরা মাটীতে বপন করিলে সহজে চারা বাহির হয় না, এমন কি, যে পর্য্যন্ত বীজ সকল অঙ্কুরিত না হয়, তদবধি উহাতে জল দিতে হয়। তৎপরে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইলে আর জল ব্যবহার করা বিধি নহে, কারণ ইহার অঙ্কুরে জল লাগিলে সমস্ত অঙ্কুর নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর এক কথা, হাপরে মাটী শুষ্ক হইলে উহাতে জল না দিয়া থাকা যায় না, কিন্তু বীজ বপনের এক কি দুই দিন পরে জল ব্যবহার করায়, কি অন্য কোন কারণে বীজ যদি নাড়া চাড়া পাইয়া স্থানান্তরিত হয়, তাহ হইলে ঐ বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না। সেই জন্য হাপরে কাদা করিয়া অনিয়নের বীজ বপন করা বিধি হইয়াছে। এইরূপে

হাপরে বীজ বপন করা হইলে, তাহার উপর দীর্ঘে ও প্রস্থে ২।৪ খানি বাখারী রাখিয়া, উহার উপর কতকগুলি বিচালী ছড়াইয়া হাপরক্ষেত্র আচ্ছাদন করা আবশ্যক।

শিষ্য। হাপরের উপর অগ্রে বাখারী রাখিয়া পরে উহার উপর বিচালী ছড়াইয়া দিতে হইবে, তাহার কারণ কি?

গুরু। ঐ রূপ অগ্রে বাখারী পাতিয়া তাহার উপর বিচালী না ছড়াইলে তাহাতে ২।৩টি দোষ ঘটিতে পারে।

শিষ্য। কি কি দোষ প্রভো!

গুরু। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—হাপরের কাদার উপর বিচালী ছড়াইলে বীজগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার পর বিচালী উঠাইবার সময় আঘাত লাগিয়া অধিকাংশ অঙ্কুর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই এক দোষ,—কেবল মাটীর উপর বিচালী পতিত থাকিলে, মাটীর রস সমস্ত বিচালী শোষণ করে, তাহাতে মাটী নিরস অর্থাৎ শুষ্ক হইলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

শিষ্য। প্রভো! বিচালী দ্বারা যদি ঐ রূপ অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে কলারপাতা কি অন্য কোন পাতা ঢাকা দিলেও ত ভাল হয়।

গুরু। কলারপাতা হাপরের ঐ অবস্থায় চাপা দিলে তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শিষ্য। এরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি প্রভো!

গুরু। কলারপাতা মৃত্তিকায় পতিত দেখিলেই তাহার নিম্নে নানা প্রকার কীট, যথা;—উইচিংড়া, ছোট ছোট ব্যাং, কেন্নো কেঁচো, পিপীড়া চক্রিতের ন্যায় আসিয়া বাসা করে।

শিষ্য। তবে খুলিয়া রাখাইত ভাল।

গুরু। খুলিয়া রাখা অনেকাংশে ভাল বটে, কিন্তু অনিয়ন বীজের পক্ষে অপকার হইয়া পড়ে যে হেতু ইহার বীজ বপন করার দিন হইতে চারা দুই অঙ্গুলি উচ্চ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। তজ্জন্য অনিয়ন-বীজ-বপনের-হাপরে কর্দ্দম করা নিতান্ত আবশ্যক।

তৎপরে বীজ সকল ৫।৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া সরু সরু চারা দৃষ্ট হইলে, অতি সাবধানের সহিত উক্ত বিচালী ও বাখারীগুলি তুলিয়া পুনর্ব্বার যে যে স্থানে বাখারী ছিল, সেই সেই স্থানে অর্দ্ধ হস্ত উচ্চভাবে কোন রূপ (পদার্থ) ইট কি কোন কাষ্ঠের টুকুরা পাতিয়া পুনর্ব্বার উহার উপর বাখারী রাখিয়া, তাহাতে ঐ বিচালীগুলি বিছাইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। পুনর্ব্বার আচ্ছাদনের ব্যবস্থা না করিয়া এককালে সামান্য উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করিলে ত ভাল হয়!

গুরু। প্রথম বারেই যদি উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করা হয়, তাহা হইলে, হাপরের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিয়া মাটী শুষ্ক করিতে পারে, বাস্তবিক অনিয়ন বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় তাহাতে বাতাস এবং জল লাগিলে চারা বাহির হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তৎপরে চারাগুলি, ১ অঙ্গুলি কি ১॥ অঙ্গুলি উচ্চ হইলে, হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া চারাগুলিতে রৌদ্র ও শিশির লাগাইয়া পাকা করা উচিত। আর যদি এই সময় বিশেষ জলের আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, কলসী কি কোন পাত্র করিয়া জল আনিয়া ঐ হাপরক্ষেত্রের যেদিকে সামান্য উচ্চ বোধ হইবে, সেই দিকের মধ্যে যে স্থানে

চারা একটু পাতলা হইয়াছে, সেই স্থানে কোন একটি পাতা কিম্বা একখানি নেকড়ার টুকরা রাখিয়া তাহাতে সরুধারে জল ঢালিয়া হাপরক্ষেত্রটি একেবারে প্লাবিত করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চারার গোড়ায় অর্দ্ধ ইঞ্চি জল না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঐ নিয়মে ঢালিতে হইবে।

শিষ্য। অপর অপর চারা যেরূপ পাতলা করিয়া নাড়িয়া বসাইতে হয়, ইহা তদ্রূপ করিতে হয় না কেন ?

গুরু। ইহার চারা ছোট অবস্থায় নাড়িয়া বসাইলে অধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

তৎপরে অনিয়নের আবাদ করিবার জন্ত যে জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, পুনর্ব্বার অগ্রহায়ণ মাসের শেষে সেই জমিতে লাঙ্গল দ্বারা ২ বার কি তিনবার চাষ দিয়া ২।৩ পালা মই দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে অপর আবাদের সময় জমির ঢাল করিবার প্রণালী যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঢাল মানাইয়া ঐ ঢালের দিকে এক হস্ত অন্তর অন্তর দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া ঐ দড়ির গায়ে গায়ে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর নিড়ান দ্বারা সামান্ত একটু একটু খুবী করিয়া পরক্ষণেই উহাতে এক একটি চারা রোপণ করিয়া জল দিতে হইবে। আর চারাগুলি উত্তোলন করিবার সময় অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা আবশ্যক। কিন্তু সেই সময় দেখিতে হইবে যে, মাটীর ভিতর চারাগুলি ১ বা ১॥০ অঙ্গুলির বেশী পোতা না হয় ?

শিষ্য। বেশী পরিমাণে পোতা হইলে তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। অনিয়ন চারা বেশী মাটীর ভিতর রোপণ করিলে প্রথম অবস্থায় চারা জোর করিয়া উঠিতে পারে না; তৎপরে চারা রোপণ করিবার সময় প্রত্যেক গোড়ায় একটু একটু জল দিতে হয়, এবং চারা রোপণের ৪।৫ দিন পরে ক্ষেত্রের ঘাস ২।৪টি যাহা দৃষ্ট হইবে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হইবে। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে চারা গুলির গোড়া ঐ নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা খুসিয়া ৫।৭ দিন পরে এক বার কলসী দ্বারা প্রত্যেক গাছের গোঁড়ায় অল্পপরিমাণে জল দিতে হইবে। তৎপরে ৫।৭ দিন অন্তে ঐ উভয় সারির মধ্যে মধ্যে যে সাদা জমি আছে, ঐ জমির মাটী নিড়ান বা খুসনি কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা খুঁড়িয়া ঐ মাটী গুড়া করতঃ উভয়দিকের গাছের গোড়ায় ২।৩ অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং সিকি হস্ত প্রস্থে দাঁড়ার স্থায় করিয়া মাটী দিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত ডাঁড়া প্রস্তুত করা হইলে ১০।১২ দিবস অন্তে একবার সিঞ্চুনি দ্বারা জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। তৎপরে ১০।১২ দিন অন্তে খুসনি কোদাল দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় লোল জমি সমস্ত কোপাইয়া কিছু মাটী পুনর্ব্বার ডাঁড়ার গাত্রে ধরাইয়া দিতে হয়। তৎপরে ৫।৭।৮ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, গাছের গোড়ায় গুটি ধরিয়াছে কি না, যদি গুটিধরা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধি। এই জলসিঞ্চনের ১০।১২ দিন অন্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত খুসনি কোদাল দ্বারা সামান্য মাটী খুসিয়া ডাঁড়ার গায়ে ধরাইয়া দিতে হইবে, এবং মাটী ধরাই-বার সময় মাটীগুলি হস্ত দ্বারা ডাঁড়ার গায়ে ভালরূপে চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। আর এক কথা,—মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি না

হয়, তাহা হইলে পিয়াজের কালি অর্থাৎ শীষ বাহির হওয়া দৃষ্ট হইলে ঐ সময় আর একবার জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়। এইরূপে পিয়াজের আবাদ করিতে পারিলে, বিঘাভুই ৬০।৬৫ মোণ পিয়াজ জন্মিয়া থাকে। এবং খরচ বাদে ১০০ শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! পিয়াজের আবাদ প্রণালী কি এক রকম?

গুরু। না, পিয়াজের আবাদ প্রণালী ২।৩ প্রকার আছে; তাহা এক্ষণে বলিতে হইলে, অনেক সময় লাগিবে।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি এই যে, রাঙ্গা-আলুর চাষ অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার আবাদ প্রণালী কিরূপ তাহা আমি অবগত নহি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করেন, তাহা হইলে অতীব সুখী হই।

গুরু। রাঙ্গা-আলুর আবাদ প্রণালী অতিশয় সহজ, তাই মনে ভাবিয়াছিলাম যে, এ বিষয়টা না হয় সময়ানুসারে বলিব। তবে যদি নিতান্তই শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, না হয় বলি শুন।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাঙ্গা-আলু।

গুরু। রাঙ্গা-আলুর বীজ এ প্রদেশে জন্মে না, এবং বীজের আবশ্যকও করে না। ইহার চাষ করিতে হইলে, অন্য স্থান হইতে ডাঁটা আনাইয়া যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। পোলি ও বালি মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হইয়া থাকে। সামান্য ছায়াযুক্ত স্থানে ইহার চাষ করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না। ইহার চাষের জন্য যে জমি নির্ব্বাচিত করা হইবে, তাহাতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাসে ৬ দিন (প্রতি মাসে ২ পক্ষে ২ দিন দোয়ার সমেত ১২ বার চাষ দিয়া) জমির ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ভাদ্র মাসের প্রথমে জমিতে যাইয়া দেখিতে হইবে যে, তাহাতে কোন প্রকার বড় জাতীয় ঘাস উৎপন্ন হইয়াছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিড়ান দ্বারা ঐ বড় বড় ঘাস সমস্ত নিড়াইয়া পরিষ্কারেই প্রস্থে এক হস্ত অন্তর অন্তর লম্বা ভাবে টানা দড়ি ধরিয়া, এক হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ এক একটি পটী বাঁধিতে হইবে।

শিষ্য। পটীবাঁধা কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! এ কথাটা বাঁধাকফির আবাদের সময় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম।

শিষ্য। বাঁধাকফির আবাদের সময় পটীবাঁধা কথা ত কছু উল্লেখ করেন নাই, ডাঁড়াবাঁধার কথা বলিয়াছিলেন বটে।

গুরু। পটীবাঁধা, ডাঁড়াবাঁধা একই ভাব, তবে সময়ানুসারে নামের প্রভেদ হইয়া থাকে। ডাড়াবাঁধার কার্য্যপ্রণালী যেরূপ, ইহারও কার্য্য প্রণালী ঠিক্ তদ্রূপ।

শিষ্য। যদি উভয়ের কার্য্য প্রণালী একই রূপ হইল, তবে নামের প্রভেদ হইবার কারণ কি?

গুরু। তাহার সামান্য কারণ এই যে, ডাড়া এবং পটী এই কথা দুইটী কোন বিধিবদ্ধ নহে, তবে সাধারণতঃ কথা এই যে, ডাড়া যাহার নাম, তাহার পত্তন বা বনিয়াদ প্রশস্ত হইলেও উচ্চে বেশী বলিয়া উপরে কিছুমাত্র স্থান থাকে না, সাভাবিক কম হইয়া যায়, তজ্জন্য উপরটি সরু হয় বলিয়া সাধারণে উহাকে ডাঁড়া কহে। আর যাহার বনিয়াদ এক হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ তাহার উপর প্রায় এক মুটম হস্ত পরিসর থাকে, এমন কি একজন লোক উহার উপর দিয়া বেশ চলিয়া যাইতে পারে, উপরটি সামান্য প্রশস্ত থাকে বলিয়া সাধারণে উহাকে পটী কহে।

তৎপরে রাঙ্গা-আলুগাছের ডাঁটা আবশ্যকমত আনাইয়া লয়ে ১৷হস্ত পরিমাণ কাটিয়া তাহার পাতা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ঐ পটীর উপরিভাগে ঠিক্ মধ্যস্থলে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর একএকটি ডাঁটা রোপণ করিতে হইবে, কিন্তু রোপণ সময় একটি মেছলায় জলপূর্ণ করিয়া উহাতে কাঁচা গোময় গুলিয়া তাহাতে একঘণ্টা ডাঁটাগুলি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরে ডাঁটাগুলি উত্তোলন করিয়া (যেস্থানে রোপণ করিতে হইবে) সেই স্থানের গর্ত্তগুলি এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যে, ভিতরে পরিমাণে ৮৷১০ অঙ্গুলি চক্রাকার ও নিম্নে এক অঙ্গুলি গভীর হয়। এইরূপে

নিড়ান দ্বারা গর্ত্তগুলি তৈয়ারী করিয়া তাহাতে একএকটি ডাঁটার অগ্রভাগ ১ পোয়া কি ১৷৷ পোয়া উপরে রাখিয়া বাকী সমস্ত ঐ গর্ত্তের ভিতর চক্রবৎ করিয়া মাটী ঢাকা দেওয়া বিধি, কিন্তু মাটীগুলি ঢাকা দিবার সময় ভালরূপে চাপিয়া দিতে হইবে। ঐ মাটী পুনর্ব্বার চাপা দিবার সময় যদি অনাটন পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আসপাশের মাটী চাঁচিয়া লইয়া চীপাদিতে হইবে।

শিষ্য। আলুর ডাঁটা গর্ত্তের ভিতর পাকদিয়া চক্রবৎ করতঃ রোপণ করিবার প্রণালী হইল কেন?

গুরু। চক্রবৎ করিয়া পুতিবার কারণ এই যে, গর্ত্তটির ভিতর ৪।৫টি পত্রগ্রন্থি মাটী চাপা দিলে, ঐ গাঁইট হইতে শিকড় বাহির হইবে, এবং ঐ সিকড়ে ভবিষ্যতে আলু জন্মাইয়া থাকে। আর এক কথা, রাঙ্গা-আলুর ডাঁটা অন্য ভাবে ছোট ছোট টুকুরা করতঃ ঘন ভাবে রোপণ করিলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐ সময় যদি বেশীপরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অনেক টুকুরা পচিয়া যায়, এজন্য লম্বা ভাবে ডাঁটা কাটিয়া রোপণ করিলে, একটী ডাঁটাও নষ্ট হয় না, তবে উক্ত প্রণালীতে ডাঁড়া বাঁধিয়া লম্বা ভাবে গর্ত্ত করতঃ তাহাতে ডাটা পুতিলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পত্রগ্রন্থি দিয়া যে ডগা বাহির হইবে, তাহা এক রোকা অর্থাৎ একদিকে মুখ করিয়া বাহির হয়, সুতরাং তাহার অগ্রভাগ পুনর্ব্বার রোপণ করার পক্ষে তত সুবিধা হয় না। চক্রবৎ রোপণ করিলে সমস্ত ডগা চতুর্দ্দিকে মুখ করিয়া বাহির হইয়া থাকে, এবং ঐ সমস্ত ডগা দোমড়াইয়া পুতিবার চতুর্দ্দিকে স্থানও বেশ পাওয়া যায়।

শিষ্য। ঐ সমস্ত ডগা কিরূপে দোমড়াইয়া পুতিতে হইবে তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কতকগুলি ফসলের কার্য্য প্রণালী একই রূপ, যথা,—রাঙ্গা-আলু. সাকেরকন্দ-আলু, গোল-আলু. মাটকড়াই ইত্যাদির কাহার কাহার পুরাতন গাছের ডাটা বা ডগা বসাইতে হয়, কাহার কাহার ফল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু যাহাই রোপণ করা হউক না কেন, প্রথমতঃ সংখ্যায় কম পরিমাণে রোপণ করা বিধি। পরে ঐ সমস্ত গাছ বড় হইয়া উঠিলে উহার ডগাগুলি নত করিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকার সহিত সংযোগ করিয়া দিলে উহাতে রীতিমত সিকড় উৎপন্ন হয়। এবং ঐ সিকড়ে যে আলু উৎপন্ন হইবে, উহা অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল হয়, এবং ঐ পটীর মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি বসাইয়া ক্ষেত্র পূর্ণ করা আবশ্যক। এইরূপে ডাটা সকল রোপণ করা হইলে ৭।৮ দিবস পরে ঐ রোপিত ডাটার পত্রগ্রন্থি হইতে যদি নূতন চারার ন্যায় ডগা বাহির না হয়, তাহা হইলে একটি খুরীর মাটী খুড়িয়া দেখিতে হইবে যে, উহাতে সিকড় বাহির হইয়া নিচের দিকে প্রবেশ করিতেছে কি না, এবং পত্র বাহির হই বার উপক্রম হইতেছে কি না, যদি সিকড় ও পাতা উভয়েরই কিছু মাত্র দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের সমস্ত মাদা নিড়া-নের অগ্রভাগ দ্বারা এক ইঞ্চ গভীরতায় খুঁচিয়া দিতে হইবে, কিন্তু মাটী খুঁচিয়া দিবার সময় অতি সাবধান হওয়া উচিত, কারণ রোপিত ডাটাগুলি নিড়ানের আঘাত লাগিয়া কাটিয়া যাইতে পারে। মাটী খোসা হইলে, ক্ষেত্রের পরিমাণ মত খুব পাতলা ভাবে গোবর গুলিয়া প্রতি মাদায় ঢালিয়া দিতে

হইবে। এই গোবর জল দেওয়ার ৭।৮ দিন পরে ঐ আলু গাছের ডগা বাহির হইয়া ক্রমশঃ ৫।৭ অঙ্গুলি বড় হইলে, পুনর্ব্বার সমস্ত ক্ষেত্র খুঁচিয়া দিতে হইবে, এবং আসপাশের লোল জমিতে যে সকল ঘাস জঙ্গল দৃষ্ট হইবে, তাহা সমস্ত নিড়াইয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিতে হইবে যে, ঐ গাছগুলি এক হস্ত কি দুই হস্ত বড় হইয়াছে কি না, তাহার মধ্যে যেটি মাটিতে লুটিয়া পড়িবে, সেইটির পত্রগ্রন্থি মাটীতে যোগ করিয়া উপরে কিছু মাটী চাপা দিতে হইবে। যে অবধি পটীতে স্থান পাওয়া যাইবে সেই অবধি ঐ প্রণালীতে ডগা পুতিয়া ক্ষেত্র পূর্ণ করা উচিত কিন্তু বর্ষা শেষ হইয়া কার্ত্তিকমাস পড়িলে, আর ঐ রূপে ডগা দোমড়াইয়া পুতিতে হইবে না।

শিষ্য। কার্ত্তিক মাসে ডগা দোমড়াইয়া পুতিলে কি হয়?

গুরু। কার্ত্তিক মাসে বর্ষা অন্তে ডাল পুতিলে কেবলমাত্র শিকড় হয়, আলু জন্মায় না। পরে কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধাংশ গত হইলে, ঐ সময় যদি আলু গাছের ডগা অধিক বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ২।৪ হাত বড় হইয়া লতাইয়া যায়, তাহা হইলে উহার মধ্যে মোটা মোটা ডগাগুলি কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এত যত্নপূর্ব্বক গাছ তৈয়ারী করিয়া, পরে কাটিয়া ফেলিতে হইবে কেন?

গুরু। ডগাগুলি কাটিয়া ফেলিবার কারণ এই যে, ডগা অধিক তেজস্কর হইয়া যদি চোড়া মারিয়া দামাইয়া যায়, তাহা হইলে আলু সমস্ত মোটা হয় না।

শিষ্য। তবে যে সকল গাছ বেশী বৃদ্ধি না হয়, তাহাতে ত মোটা মোটা আলু উৎপন্ন হইতে পারে।

গুরু। হাঁ বাপু! কতকগুলি গাছ এমন আছে যে, অর্থাৎ যাহাদিগের মূল আবশ্যকীয়) তাহাদিগের রোপিত জমির তেজ বৃদ্ধি হইলে, গাছ বৃদ্ধি হয় এবং মূল বৃদ্ধি হয় না।

আর এক কথা,—কর্ত্তিক মাসের শেষে কি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে ঐ ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে এক হস্ত প্রস্থে এবং এক হস্ত গভীরতায় একটি নর্দ্দামা কোদাল দ্বারা কটিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ আলুর আবাদের ইন্দুর একটি প্রধান শত্রু; উহারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতে নর্দ্দমা কাটিয়া দিলে আর উহারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না।

শিষ্য। নর্দ্দামা কাটার পূর্ব্বে ইন্দুর যদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নর্দ্দামা কাটিবার ফল কি?

গুরু। নর্দ্দামা কাটিবার পূর্ব্বে যদি ২।১টি ইন্দুর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া উহাদিগকে কোন প্রকারে মারিয়া ফেলা উচি।

আর এক কথা,—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ব্যতিরেকে আলু ক্ষেত্রে ইন্দুর ধরে না, কারণ যতদিন মাঠে ধান্য থাকিবে, তত দিন আলু ক্ষেত্রের কোন ভয় নাই; মাঠের ধান্য উঠিয়া গেলে সমস্ত ইন্দুর গাছে এবং গৃহে বা অন্যান্য স্থানে পলাইয়া, নানাবিধ খাদ্যের চেষ্টা করিতে থাকে। তৎপরে মাঘ মাসের প্রথম হইতে আলু তুলিয়া ব্যবাহার করা বিধি।

শিষ্য। মাটীর ভিতর আলু তৈয়ারী হইলে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ গত হইলেই অনুসন্ধানে জানা যায় যে, রাঙ্গা-আলু তৈয়ারী হইয়াছে, তবে

ঠিক ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে হইলে যে সকল গাছ অল্প অল্প হরিদ্রাবর্ণ নিস্তেজি হইবে, সেই সকল গাছে আলু তৈয়ারী হইয়াছে, নিশ্চয় জানা যায়।

শিষ্য। তবে যে সকল গাছ অল্প হরিদ্রাবর্ণ নিস্তেজি হইবে, তাহাতেই রীতিমত আলু থাকিবে জানিতে পারিলাম।

গুরু। হাঁ বাপু! রাঙ্গা-আলুর আবাদ প্রণালী শুন্‌লে ত! এই রূপে আবাদ করিতে পারিলে, খরচ বাদে বিঘাভুই ৪০।৪৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভবনা।

শিষ্য। মন্দ কি! ইহাতে ত বেশ লাভ হয়!

গুরু। হাঁ, লাভ আছে বই কি!

পরদিন শিষ্য, গুরুদেবের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া প্রণাম করতঃ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনি এরূপ বিমর্ষ ভাবে রহিয়াছেন কেন? শারিরীক কোন অসুখ হয় নাই ত?

গুরু। না বাপু! শারিরীক কোন অসুখ হয় নাই, কিন্তু মানসিক চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, কারণ দেখিতে দেখিতে ভাদ্রমাসের ১১।১৫ দিন গত হইয়া গেলে, আশ্বিন মাস প্রায় আগত. ঈশ্বরী মহামায়ির বার্ষিক পূজার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইবে, কি করি, হাতে অর্থেরও তত স্বচ্ছল নহে, অন্যান্য বার্ষিক যাহা আদায় হয়, এখানে নিয়ত থাকায় তাহাও সম্পূর্ণ রূপে আদায় করিতে পারিলাম না, আবার নিবারণের বিবাহে অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে. সুতরাং বড়ই ভাবনা যুক্ত আছি।

শিষ্য। মহামায়ির পূজা উপলক্ষে আপনার কত টাকার আয়োজন করিতে হয়?

গুরু। প্রায় ৫।৬ শত টাকার আয়োজন করিতে হয়, কেননা তিনদিন পূজার খরচ বাদে অনেকগুলি লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, এবং কাঙ্গাল গরিব, অতিথ পথিক ইত্যাদি আহূত অনাহূত সকলকেই সমচক্ষে দেখিয়া প্রসাদ ও জলপান বিতরণ করিতে হয়, সেই জন্য পাড়াগাঁ বলিযা ৫।৬ শত টাকায় এক রকম কায়ক্লেশে কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া ফেলি। কিন্তু এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ, বোধ করি আরও কিছু বেশী লাগিবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! ঈশ্বরী মহামায়ির পূজা করিবেন, সুপ্রতুল, অপ্রতুল তাঁহারই হস্ত যেখানে ৮০০ শত সেখানে ৫০০ শত হইলেও চলিতে পারে, সেই জন্য পূজাও বন্ধ করিতে বলিতে পারি না, তবে যদি নিতান্তই অসুবিধা হয়, তাহা হইলে এ বৎসরটা বন্ধ করিতে পারেন।

গুরু। না বাপু! পারতপক্ষে পূজাটী বন্ধ করিতে পারিব না, এপূজাটী আমাদের পৈত্রিকপূজা; কোন বৎসরেই বন্ধ হয় নাই, যেরূপেই হউক বৎসরান্তে মহামায়ির পাদপদ্মে গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া হয়, শিষ্য সেবক ও প্রতিবেশী গুলিকে সেই সময় আহ্লাদ করিয়া যথাসাধ্য ভোজন করান হয়, এক্ষণে আমি সেই কার্য্যটি হঠাৎ কিরূপে বন্ধ করিব বাপু!

শিষ্য। তবে আর বৃথা চিন্তা করিবেন না, মহামায়ির কৃপায় আপনার গুরুকর্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন হইবে। আমার সাধ্যানুসারে ৫০টি টাকা প্রণামী দিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

গুরু। এই ৫০টি টাকা আমার যথেষ্ট হইল, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া পুণ্যানন্দ ভোগ কর।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।